উইমেন অ্যান্ড আইসিটি ফ্রন্টিয়ার ইনিসিয়েটিভ

নারীর ক্ষমতায়ন, এসডিজি এবং তথ্য প্রযুক্তি

মডিউল C1

আয়োজক

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

মূল বিষয়

মডিউল C1:

নারীর ক্ষমতায়ন, এসডিজি এবং তথ্য প্রযুক্তি

ফাহিম হোসাইন

উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্রশিক্ষন কেন্দ্র

UNITED NATIONS
APCICT-ESCAP

উইমেন এন্ড ICT ফ্রন্টিয়ার ইনিসিয়েটিভ (WIFI): মূল বিষয়

এই কাজটি ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন ৪.০ ইন্টারন্যাশনাল লাইসেন্সের অধীনে প্রকাশিত হয়। লাইসেন্স এর কপি দেখুন: *http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*.

এই প্রকাশনায় উল্লিখিত মতামত, পরিসংখ্যান এবং অনুমান লেখকগণের নিজস্ব, এটিকে জাতিসংঘের অনুমোদনের মতামতের প্রতিফলন হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।
এই প্রকাশনার মধ্যে ব্যবহৃত উপাদানগুলির ডিজাইন বা উপস্থাপনা কোনও দেশ, শহর বা এলাকার বা তার কর্তৃপক্ষের আইনি অবস্থা বা তার সীমানা সীমিতকরণ বিষয়ে সম্পর্কিত জাতিসংঘের সচিবালয়ের পক্ষ থেকে কোনো মতামত প্রকাশ করে না।

এখানে উল্লেখিত বিভিন্ন ফার্ম এবং বাণিজ্যিক পণ্যগুলোর নাম উল্লেখ করার ফলে সেটি জাতিসংঘের অনুমোদিত তা বোঝানো হয় নি।

যোগাযোগ ঃ
ফোকাল পয়েন্ট, WIFI প্রোগ্রাম
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
বি সি সি ভবন
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

ফোন ঃ ০২-৯১২৪৬২৬
ই-মেইল ঃbcc@bcc.net.bd
ওয়েব ঃwww.bcc.net.bd

Copyright © UN-APCICT/ESCAP 2016
বাংলা অনুবাদ ঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ আইসিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (বিআইআইডি)

মুখবন্ধ

তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICTs) যেসব সরঞ্জাম সরবরাহ করে তা উদ্যোক্তাদের জ্ঞান বিকাশের জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং অর্থনৈতিক ও বাজার বিষয়ক তথ্য প্রাপ্তির সুযোগকে উন্নতকরণে ব্যবহৃত হতে পারে। সদস্য রাষ্ট্রগুলো বলেছে ২০৩০ সালের এজেন্ডা অর্জনে আইসিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। "জেন্ডার সমতা অর্জন এবং নারী ও মেয়ে শিশুদের ক্ষমতায়ন" (এসডিজি ৫) এর লক্ষ্যে তারা সমগ্র জাতিকে সক্রিয় প্রযুক্তি বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করছে। যদিও আইসিটিগুলো সর্বজনীন ভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সক্রিয় সরঞ্জাম হিসেবে স্বীকৃত, উন্নয়নশীল দেশগুলোর নারী উদ্যোক্তারা এখনো এটি ব্যবহারের সুযোগ থেকে অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে।মূলত এর কারণ সামাজিক বিষয়সমূহ যেমন- দারিদ্র, গতিশীলতার সীমা এবং নিম্ন শিক্ষা সমাপ্তির হার। উপরন্তু কিছু দেশের সামাজিক নিয়মানুযায়ী ইন্টারনেট ব্যবহার করে ব্যবসা পরিচালনা প্রক্রিয়াকে নারীর জন্য অনুপযোগী বলে মনে করা হয়।

উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্রশিক্ষন কেন্দ্র (UN-APCICT) ২০০৬ সালের জুন মাসে ইকোনোমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক (ESCAP) এর আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। UN-APCICT এর প্রধান লক্ষ্য হল আইসিটি ব্যবহার করে টেকসই উন্নয়নের জন্য ESCAP সদস্যদের মানবিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা তৈরি করা। এই সেন্টারটি সরকারের নেতৃবৃন্দ, সরকারী কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রদের জন্য ক্ষমতা তৈরির প্রোগ্রাম প্রস্তুত ও কার্যকর করে এবং এই অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আইসিটি ব্যবহার করার ক্ষমতাকে জোরদার করে।

আইসিটি সক্ষম ব্যবসায়িক উদ্যোগ এর মাধ্যমে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য UN-APCICT নারী ও তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রযাত্রার উদ্যোগ (WIFI) ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রামটি শুরু করেছে।

WIFI মডিউলটি পাঠকদের ক্ষমতায়ন এবং ব্যবসায়িক উদ্যোগ ভিত্তিক মূল ধারণার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং একটি ব্যবসা শুরু করার জন্য কিভাবে আইসিটি ব্যবহার করা যায় তার মূল বিষয়গুলো সরবরাহ করে।

অতিরিক্ত সম্পদের মধ্যে রয়েছে একটি সহায়তাকারীর গাইড, যা প্রতিটি WIFI প্রশিক্ষণ মডিউলে প্রশিক্ষককে সহায়তা করার জন্য সরবরাহ করা হয় এবং WIFI ইনফো ব্যাংক অনলাইন প্লাটফর্ম যেখানে ব্যবসায়িক উদ্যোগ আইসিটি ব্যবহার বিষয়ক পরিপূরক তথ্য প্রদান করবে।

UN-APCICT এর "We D.I.D it in Partnership" প্রোগ্রাম থেকে WIFI প্রোগ্রামটি শুরু করেছিল। এটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে গৃহীত হয়। প্রোগ্রামটি নারীর ক্ষমতায়ন উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তির ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে সরকার, নারী সমিতি, নাগরিক সমাজ, বেসরকারী খাত এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অবদান রাখতে আবদ্ধ করে।

আমাদের আন্তরিক আশা হল আইসিটির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে WIFI প্রোগ্রামটি অর্থপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে।

Hyeun-Suk Rhee
Director
UN-APCICT/ESCAP

মডিউল সম্পর্কে

এই মডিউলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল নিম্নোক্ত মূল ধারণা গুলো প্রবর্তন করা।

- ক্ষমতায়ন
- বর্তমান সময়ে নারীর ক্ষমতায়ন এর বাধা এবং সুযোগ
- তথ্য প্রযুক্তি, নারীর ক্ষমতায়নের চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ সুবিধা সমূহ।
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের সাথে নারীর ক্ষমতায়ন এর সম্পর্ক

এই মডিউলের তিনটি প্রধান সেকশন রয়েছে যেখানে মূল ধারণা গুলো বাস্তব উদাহরণ এবং ঘটনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়। প্রতিটি সেকশন বিভিন্ন পারস্পরিক কার্যক্রম অংশগ্রহণমূলক অনুশীলন দিয়ে শেষ হয়।

এই মডিউলের শেষে প্রশিক্ষকদের জন্য কিছু নোট রয়েছে যা নির্দিষ্ট অংশগ্রহনকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং স্থানীয় প্রেক্ষিতে সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করণের ব্যাপারে পরামর্শ দিবে।

প্রশিক্ষন গ্রহণের ফলাফল

এই মডিউল শেষ করার পর শিক্ষার্থীগন নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বুঝতে সক্ষম হবে ঃ

১. টেঁকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত নারীর ক্ষমতায়ন বর্ণনা।
২. নারীর ক্ষমতায়নের বাঁধা এবং সুযোগ এর তালিকা তৈরী।
৩. নারীর ক্ষমতায়নে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তার নির্দিষ্ট উদাহরণ।

নির্দিষ্ট অংশগ্রহনকারী

এই মডিউলের নির্দিষ্ট অংশগ্রহনকারীর মধ্যে রয়েছে বর্তমান এবং আগ্রহী নারী উদ্যোক্তা, নীতি নির্ধারক, সরকারী কর্মকর্তা, কমিউনিটি উদ্যোক্তা, সুশীল সমাজ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীদারীগণ।

সময়কাল

৬ ঘন্টা/ একদিন প্রশিক্ষণ

কৃতজ্ঞতা

UN-APCICT সেই সব অংশীদারদের প্রাপ্তিস্বীকার করে যারা প্রশিক্ষণ উপাদানের একাধিক পর্যালোচনা রাউন্ডে উপস্থিত ছিল এবং মডিউল তৈরিতে মূল্যবান ইনপুট সরবরাহ করেছে। আমরা ধন্যবাদ জানাই পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অফ আইসিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (PIID), ক্যারিয়ার এক্সিকিউটিভ বোর্ড (CESB) অফ ফিলিপাইন এবং বিশেষজ্ঞ গ্রুপ মিটিং, পরামর্শদায়ক মিটিং, কর্মশালা এবং মাঠ পরীক্ষার অংশগ্রহনকারীদের। UN-APCICT আরও সম্মানিত করে ফাহিম হোসেইন, মারিয়া জুয়ানিটা আর ম্যাকাপাগাল, উষা রানি, ভাসুলু রেড্ডি সাইউরি কোকো ওকাডা এবং জানাকি শ্রীনিবাসন কে, যারা এই মডিউলটির নির্দিষ্ট আকার প্রদানে সত্যিকার সাহায্য করেছে । BIID ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কে বাংলায় অনুবাদের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মডিউল সম্পাদনা করার জন্য ক্রিস্টিন আপিকুলকে ধন্যবাদ।

সূচিপত্র

মুখবন্ধ.....i

কৃতজ্ঞতা.....iii

১. ভূমিকা.....২

২. নারীর ক্ষমতায়ন এবং এর গুরুত্ব.....৩

২.১ নারীর ক্ষমতায়ন কি?.....৩

একটিভিটি শীট - ১.....৯

২.২ নারীর ক্ষমতায়ন এবং টেঁকসই উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ.....১১

২.৩ নারীর ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য প্রযুক্তি.....১২

৩. নারীর ক্ষমতায়নের বাঁধা এবং সুযোগসমূহ.....১৫

৩.১ বাঁধাসমূহ.....১৫

৩.২ সুযোগসমূহ.....২৫

৪. কিভাবে তথ্য প্রযুক্তি নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তা সক্ষম করে?..... ৩০

৪.১ আইসিটি কি?..... ৩০

৪.২ নারীর ক্ষমতায়নের জন্য আইসিটির সুযোগ সুবিধাসমূহ.....৩১

৫. সারাংশ.....৪১

পরিশিষ্ট.....৪২

বক্স - ১ এসডিজি লক্ষ্য ৫ - জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারীর ক্ষমতায়ন ৮

বক্স - ২. জেন্ডার এবং ভূমি অধিকার ডাটাবেস ১৭

বক্স - ৩. FAO এর আইনী মূল্যায়নের সরঞ্জাম ২২

চিত্র ১: নারীদের সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব পালন করতে হয় অবৈতনিক সেবামূলক কাজে ১৪

চিত্র ২ঃ ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সীদের সম্পদের অবস্থা এবং জেন্ডারের ভিত্তিতে স্কুল পর্যায় সমাপ্তকরণের হার ১৯

টেবিল ১: বিশ্বব্যাপী বিবাহিত নারীদের আইনগত সীমাবদ্ধতা ১৬

কেস স্ট্যাডি -১: একজন দক্ষিণ এশিয়ার নারী ৪

কেস স্ট্যাডি -২: আতিফি কিভাবে স্থানীয় কৃষক এবং গ্রামীন নারীদের উপার্জন বাড়িয়েছিল? ৬

কেস স্ট্যাডি -৩: নারীর ডিজিটাল শিক্ষা ক্যাম্পেইন ১০

কেস স্ট্যাডি-৪: যেভাবে সোমিয়া তার জীবনের বাঁধাগুলো অতিক্রম করেছিল এবং অন্য নারীদের সাহায্য করেছিল ১৫

কেস স্ট্যাডি- ৫: ভারতে গৃহস্থালী সহিংসতার বিরুদ্ধে “বেল বাজাও” ক্যাম্পেইন ২১

কেস স্ট্যাডি-৬ ‘তাজিকমামা’ এর প্রতিষ্ঠাতা, নাশিবাখোন আমিনোভার সাক্ষাৎকার ২৭

কেস স্ট্যাডি ৭: ওরেডুর মেমে অ্যাপ, মায়ানমার ২৮

কেস স্ট্যাডি ৮: উসাহা ওয়ানিতা মোবাইল সার্ভিস ইন্দোনেশিয়া ৩০

শব্দ চিহ্ন গুলির তালিকা

APCICT - উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক জাতিসংঘ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

C1- ওয়াইফাই মূল বিষয় - মডিউল C1: নারীর ক্ষমতায়ন, এসডিজি এবং তথ্য প্রযুক্তি

C2- ওয়াইফাই মূল বিষয় - মডিউল C2: নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আইসিটির সক্রিয় ভূমিকা

ESCAP- জাতিসংঘ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন

FAO- খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (জাতিসংঘ)

জিডিপি(GDP) - গ্রস ডমেস্টিক প্রোডাক্ট

জিএসএমএ(GSMA)- গ্লোবাল এসোসিয়েশন অফ মোবাইল অপারেটর

আইসিটি(ICT)- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

আইটিইউ(ITU)- ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন

এমডিজি(MDG)- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য

পিএসআই(PSI)- আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা সেবা

এসডিজি(SDG)-টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য

এসএমএস(SMS)- সংক্ষিপ্ত বার্তা

এসটিইএম(STEM)- বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত

ইউএন(UN)- জাতিসংঘ

ইউএনডিপি(UNDP)- জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি

ইউনেস্কো (UNESCO)- জাতিসংঘের শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন

W1- WIFI নারী উদ্যোক্তাদের পথ নির্দেশনা - মডিউল W1: তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসা পরিকল্পনা

W2- WIFI নারী উদ্যোক্তাদের পথ নির্দেশনা - মডিউল W2: তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা

ওয়াইফাই(WIFI)– উইমেন এন্ড আইসিটি ফ্রন্টিয়ার ইনিশিয়েটিভ

১. ভূমিকা

২০১৫ সালে ইউনাইটেড নেশন এর সদস্য রাষ্ট্র সমষ্টিগতভাবে টেকসই উন্নয়ন নিয়ে কাজ করার ব্যাপারে একমত হয় এবং ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণ করে যা উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে দিক নির্দেশনা দিবে। ধারণক্ষমতা অর্জন করার অন্যতম প্রধান শর্ত হল অন্তর্ভূক্তিকরণ, যার অর্থ হল সমাজের কেউই উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং সুযোগ সুবিধার বহির্ভূত নয়। বিশেষ করে নারীদের শিক্ষা, ব্যবসা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক নেটওয়ার্কে যুক্ত হওয়ার সযোগ সুবিধা পাওয়া উচিত। তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বর্তমানে এমন একটি মাধ্যম যার মাধ্যমে সুযোগ সুবিধা ভাগ করে নেয়া হয়, দক্ষতার প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

এই মডিউলে কিভাবে নারীর ক্ষমতায়ন টেকসই উন্নয়নের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়েছে, কিভাবে তথ্য প্রযুক্তি সমাজিক প্রক্রিয়া গুলোর সমর্থন করে এবং পরিশেষে নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নকে তরান্বিত করে এ বিষয়গুলো দেখানো হয়েছে।

২. নারীর ক্ষমতায়ন এবং এর গুরুত্ব

"ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় যেকোন মানুষ অর্থাৎ নারী-পুরুষ উভয়ই নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রন করতে পারে, নিজস্ব বিষয়গুলো নির্ধারণ করে, দক্ষতা অর্জন (অথবা তার নিজস্ব দক্ষতা এবং জ্ঞান রয়েছে) করে, আত্মবিশ্বাস বাড়ায়, সমস্যার সমাধান করে এবং আত্ম-নির্ভরশীলতা তৈরী করে।"

UN Women, Women's
Empowerment Principles, 2011

শিক্ষার ফলাফল
টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে নরীর ক্ষমতায়নের মূল বিষয় আলোচনা করুন

২.১ নারীর ক্ষমতায়ন কি?

ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০১৫ অনুযায়ী, পৃথিবীর কোন দেশই জেন্ডার বৈষম্য অথবা সামাজিক বা অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণের পার্থক্য সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করতে পারেনি। বিশেষ করে অর্থনৈতিক অংশগ্রহণে জেন্ডার গ্যাপ রয়েছে ৫৯%।[1] এটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার বিপক্ষে, যারা জেন্ডার সমতাকে নিজেদের কেন্দ্রিয় অঙ্গীকার হিসেবে গণ্য করে।[2]

যেহেতু অনেকেই এখন স্বীকার করছেন যে জেন্ডার বৈষম্য আন্তর্জাতিক উন্নয়নে বাঁধার সৃষ্টি করে সেহেতু নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি মানুষের সমর্থন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বৃহত্তরভাবে ক্ষমতায়ন বলতে বুঝানো হয় একটি পরিবর্তন প্রক্রিয়া যা পছন্দ/অভিমত(সম্পদ) বৃদ্ধি করে ও নারীর ক্ষমতায়ন হল নারীদের সম্পূর্ণরূপে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করা।[3] যখন প্রত্যেকে নিজেদের জীবনের কৌশলগত সিদ্ধান্তগুলো ভালভাবে নিতে পারবে, তার ফলাফল তাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কল্যাণের উপর আরোপিত হবে। ক্ষমতাবান নারী উন্নত সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। মূলত উন্নত সমাজ এবং নারীর ক্ষমতায়নের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রয়েছে। যেহেতু নারীরা স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, জীবিকা এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সুযোগ সুবিধা পায় ফলে এক্ষেত্রে তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেশী অবদান রাখতে সক্ষম হয়।[4]

---

[1] World Economic Forum, Global Gender Gap Report 2015 (2015). Available from http://www3.weforum.org/docs/GGGR2015/ cover.pdf.
[2] UN Women, "Gender Equality and Human Rights", Discussion Paper No. 4, July 2015. Available from http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/goldblatt-fin.pdf
[3] Walter L. Balk, Managerial Reform and Professional Empowerment in the Public Service (Westport, CT., Quorum Books, 1996). 4 UN Women, "Infographic: Gender equality – Where are we today?" 25 September 2015.
[4] UN Women, "Infographic: Gender equality – Where are we today?" 25 September 2015.

অধিকাংশ দেশ একসঙ্গে পাশাপাশি অথবা স্বতন্ত্রভাবে সহস্র উন্নয়ন লক্ষ্যের নির্দেশাবলীর দ্বারা ২০১৫ সালের মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন অর্জন করেছে। নিম্নোক্ত বৈশ্বিক পরিসংখ্যান বিবেচনা করুন ঃ-

- স্বাস্থ্য ঃ ১৯৯০ সালের তুলনায় বিশ্বব্যাপী মাতৃমৃত্যুর হার ৪৫ শতাংশ কমেছে।
- শিক্ষা ঃ সকল উন্নয়নশীল অঞ্চলে প্রায় অথবা সম্পূর্ণ রূপে প্রাথমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা (নারী ও পুরুষের সমান প্রবেশাধিকার) অর্জিত হয়েছে।
- রাজনীতি ঃ ১৯৯৫ থেকে ২০১৫ সালে বিশ্বব্যাপী নারীদের সংসদে অবস্থান দ্বিগুণ হয়েছে।
- ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা ঃ শুধুমাত্র ১৯৯৯ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে ২৫ জন নারী প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEOs) ফরচুন ৫০০ কোম্পানীগুলোর নেতৃত্ব দেয়।
- বাণিজ্যিক উদ্যোগ[5] ঃ পূর্ব এশিয়াতে প্রায় ৬ মিলিয়ন আনুষ্ঠানিক নারী মালিকানাধীন ক্ষুদ্র ব্যবসা রয়েছে। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনামের মত অর্থনীতির দেশে নারী মালিকানাধীন ব্যবসা সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তারপরও নারীদের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে বৈষম্য এখনো খুবই স্পষ্ট ঃ

- স্বাস্থ্য ঃ প্রতিদিন নিরাময়যোগ্য গর্ভাবস্থা সম্পর্কিত কারণে ৮০০ নারী মারা যায়। এসব মৃত্যুর ৯৯% ঘটে উন্নয়নশীল দেশে।
- পানি ঃ ২৫টি সাব-সাহারান দেশে নারীরা দিনে ১৬ মিলিয়ন ঘন মিটার পানি সংগ্রহ করে, যেখানে পুরুষ ৬ মিলিয়ন ঘনমিটার পানি সংগ্রহ করে।
- শিক্ষা ঃ এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষায় বিশদভাবে জেন্ডার সমতা অর্জন করা হয়েছে। তাছাড়াও এটি মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। ইউনাইটেড নেশনস ইকোনোমকি এন্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়া এন্ড দ্যা প্যাসিফিক (ESCAP) অনুযায়ী, এশিয়া প্যাসিফিকে নারী শিক্ষার্থীরা গড়ে ১২.৩ বছরের প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা লাভ করে যেখানে পুরুষ শিক্ষার্থীরা ১২.৪ বছরের শিক্ষা লাভ করে।[6]
- রাজনীতি ঃ ২০১৫ সালে জাতীয় সংসদে মাত্র ২২% ছিল নারী সাংসদ।
- ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা ঃ ২০১৫ সালে ফরচুন ৫০০ এর তালিকা অনুযায়ী ৫% প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ছিল নারী।
- কর্মক্ষেত্র ঃ সারা বিশ্বের ৫০% নারী কর্মজীবী রয়েছে, সে তুলনায় পুরষ আছে ৭৫ %। এই কর্মজীবী নারীদের ৫০.৫% নারী ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত আছে।[7] এছাড়াও পুরুষের তুলনায় নারীরা ২৪ মার্কিন ডলার কম উপার্জন করে।
- বানিজ্যিক উদ্যোগ ঃ বিশ্বব্যাপী ৪৮% উদ্যোক্তা হল নারী কিন্তু তাদের অধিকাংশই প্রবৃদ্ধি ভিত্তিক উদ্যোগের চেয়ে ছোট, অনানুষ্ঠানিক অথবা নিরন্তর ব্যবসা পরিচালনা করে। এর আংশিক কারণ হল পুরুষের তুলনায় নারীদের উৎপাদনশীল সম্পদ প্রাপ্তির সীমাবদ্ধতা।[8]

---

[5] US Department of State, "Speech of US Secretary of State Hillary Rodham Clinton at the APEC Women and the Economy Forum", 12 June 2012.

[6] ESCAP Online Statistical Database. Available from http://www.unescap.org/stat/data/statdb/DataExplorer.aspx.

[7] UN Women, "Economic Empowerment of Women", UN Women in Brief, December 2013.

- জমি / ব্যাংক একাউন্ট এর মালিকানা ঃ ২০% এরও কম জমির মালিক হল নারী এবং দক্ষিণ এশিয়ার মাত্র ৩৭% নারীদের ব্যাংক একাউন্ট রয়েছে।[9]

উপরের পরিসংখ্যানটি নারীর ক্ষমতায়নের সাথে জড়িত ঃ

- জ্ঞান বিষয়ক ঃ সমাজে অধঃস্তনদের প্রতি একজন নারীর অবস্থান এবং উপলব্ধি এর কারণ।
- মনস্তাতিক ঃ একজন নারীর অনুভূতি অথবা বিশ্বাস সে তার নিজের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারবে।
- রাজনৈতিক ঃ পরিবর্তনের জন্য একজন নারীর সংগঠিত ও সংহত করার ক্ষমতা।
- অর্থনৈতিক ঃ উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ যা তাকে ব্যক্তি স্বাধীনতা দান করে।[10]

কেস স্ট্যাডি -১

দক্ষিণ এশিয়ার একজন নারী

আমি একটি গ্রামে বড় হয়েছি। ছয় বছর বয়সে আমি স্কুলে যাওয়া শুরু করি কিন্তু আমাকে রান্নাবান্না এবং ঘর পরিষ্কারের কাজে মাকে সাহায্য করতে হোত, কাজেই আমি স্কুল থেকে দেয়া বাড়ির কাজ করার খুব একটা সময় পেতাম না। খরার (drought) সময় আমি মাকে পরিষ্কার পানি আনার কাজে সাহায্য করার জন্য স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেই। আমার একমাত্র আশা ছিল এমন একজনকে বিয়ে করা যে আমার দেখাশোনা করবে। আমার ১৫ বছর বয়সে বিয়ে হয়। আমার এখন ৩০ বছর বয়স এবং আমি পাঁচ সন্তানের জননী। আমার স্বামী মাঠে কাঠোর পরিশ্রম করে উপার্জন করে আমাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেন। আমি হাঁস-মুরগী পালন করে আমার স্বামীকে অর্থ উপার্জনে সাহায্য করতে চাই, কিন্তু লোন পাইনি। আমি হয়ত শহরে গিয়ে কোন কারখানাতে চাকরি পেতে পারি। কিন্তু যেসব নারী বাড়ির বাইরে যাওয়া আসা করে তাদের ধর্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আমি কোন ধনী নারীর বাড়িতে থেকে তার বাচ্চাদের দেখাশোনার কাজ নিতে পারি, এতে আমি বেশি উপার্জন করতে পারবো না কিন্তু এটি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমার নিজের সন্তানদের দেখাশোনা করবে কে ?

[8] World Bank, "Economic Opportunities for Women in East Asia and Pacific Region", 2010.
[9] World Bank, "Infographic: Global Findex 2014 - Gender and Income". Available from http://www.worldbank.org/en/programs/globalfindex/infographics/infographic-global-findex-2014-gender-income.

[10] Carolyn Medel Anonuevo, ed., Women, Education and Empowerment: Pathways towards Autonomy (Hamburg, UNESCO Institute for Education, 1995). Available from http://www.unesco.org/education/pdf/283_102.pdf.

কেস স্ট্যাডি -১ একটি কাল্পনিক গল্প কিন্তু এটি দক্ষিণ এশীয় নারীদের সাধারণ পরিচয় তুলে ধরে।[11] এমন একজন নারী গ্রামীন এলাকা থেকে এসেছেন, হয়ত তিনি তার শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারেন নি, অনেক সন্তান আছে, অবেতনযোগ্য গৃহস্থালী এবং সন্তান লালন পালনের কাজে যুক্ত থাকায় অর্থনীতিতে সম্পূর্ণ ভাবে অংশগ্রহণ করতে অক্ষম।

শিক্ষা বিভিন্ন অনাচারের বিরূদ্ধে সচেতনতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে এবং যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মনস্তাত্ত্বিক উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করতে পারে। যদি একজন নারীকে তার এলাকাতে বিভিন্ন ইতিবাচক কাজে সাহায্য করতে হয়, তাহলে অবশ্যই নিজের সার্বিক জীবনে ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। ক্ষমতায়নের কাঙ্খিত ফলাফল হল নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে সমর্থ হওয়া।

জেন্ডার সমতা এবং ক্ষমতায়ন যেকোন নারীর অধিকার। ব্যক্তিগত পর্যায়ে, ক্ষমতায়ন মানে একজন নারীর জীবনে এমন সব সুযোগ সুবিধা যা অন্যের বেলায় অনুপস্থিত। তার নিজের মতামত প্রকাশের, রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ এবং নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে।[12] ক্ষমতায়ন হচ্ছে নারীকে নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাইরের কোন চাপ ছাড়াই কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনের জন্য কাজ করা।

নারীর জীবনে কার্যকর ক্ষমতায়নের অসংখ্য ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে । এটি নিশ্চিত করে যে নারীরা-

- সহিংসতা মুক্ত
- যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের প্রতি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।
- নিজের মতামত প্রদান করতে পারে।
- আর্থিক সম্পদের মালিক এবং নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আছে।
- নিজস্ব উপার্জনের উপর নিয়ন্ত্রণ আছে।

গবেষণায় দেখা গেছে যদি নারীরা চাকরীর মাধ্যমে স্বনির্ভর হয় তাহলে পরিবারগুলো আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যায়। আরও শিক্ষিত ও স্বাস্থ্যসম্মত হয়। যদি নারী শিক্ষার হার বেশি এবং সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে উর্বরতার হার কম হয়, তাহলে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিশু মৃত্যুর হার কমে যাবে। একজন শিক্ষিত নারী আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক উভয় কর্মক্ষেত্রে অংশীদার হওয়ার সুযোগ লাভ করে এবং এভাবেই সে সমাজের সমন্বিত উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

---

[11] See UN Women, "Progress of the World's Women 2015-2016: Transforming Economies, Realizing Rights – Fact Sheet – South Asia", 2015. Available from http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/poww-2015-factsheet-southasia-en.pdf; and FAO, The State of Food and Agriculture 2010-11: Women in Agriculture – Closing the gender gap for development (Rome, 2011). Available from http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e.pdf.

[12] Esther Duflo, "Women Empowerment and Economic Development", Journal of Economic Literature, vol. 50, no. 4 (2012), pp. 1051-1079. Available from http://economics.mit.edu/files/7417; and UN Women, "In Brief: Women's Leadership and Political Participation", 2013. Available from http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2013/12/un%20womenlgthembriefuswebrev2%20pdf.ashx?v=2&d=20141013T121456

কেস স্ট্যাডি -২

আতিফি কিভাবে স্থানীয় কৃষক এবং গ্রামীন নারীদের উপার্জন বাড়িয়েছিল?[13]

আমার নাম আতিফি মনসুরি, বাড়ি আফগানস্তানে। আমার বয়স ৫২ বছর এবং আমি আবদুল্লাহ মুসলিম কোম্পানির ডিরেক্টর। এটি জাফরান প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি করে। যখন আমি ব্যবসা শুরু করি, কৃষকরা ভাবত আমি এটি চালাতে পারব না, কারণ আমি একজন নারী এবং ব্যবসা পরিচালনা আমার কাজ নয়। যখন আমি আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করার জন্য জাফরান প্রক্রিয়াজাতকরণ শুরু করলাম, কৃষকরা এবং জাফরান উৎপাদনকারীরা আমাকে তাদের জাফরান দিতে চাইত না কারণ তারা ভাবত যেহেতু আমি একজন নারী এধরনের ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য আমি সক্ষম নই। আমার স্বামী এবং পরিবারের অন্য পুরুষ সদস্যদের

সহযোগিতায় আমি জাফরান উৎপাদনকারীদের সাথে কথা বলি এবং তাদেরকে বোঝাই যে ব্যবসা চালানোর জন্য সঠিক জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে। আমাকে বিশ্বাস করলে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না এ ব্যাপারে তাদেরকে আশ্বস্ত করি। অনেক আলোচনার পর কিছু জাফরান চাষী আমার সাথে কাজ করতে রাজী নয়, সত্যিকার অর্থেই আমার ব্যবসা চালানোর ক্ষমতা আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য। তারপর আমাকে নারীদের আমার সাথে কাজ করার জন্য সম্মত করতে হয়। গ্রামে নারীরা বাড়ির বাইরে কাজ করতে অভ্যস্ত না। আমি তাদের স্বামী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে কথা বলে তাদেরকে বাড়ির বাইরে কাজ করার উপকারিতা ব্যাখ্যা করি। তাদের স্বামীদেরকে বলি, "আপনাদের স্ত্রী এবং মেয়েরা পরিবারের উপার্জনকে আরও বৃদ্ধি করতে পারে এবং যেখানে তারা কাজ করবে সেখানে সকলেই নারী।" প্রতিটি পরিবারের সাথে অসংখ্যবার কথা বলার পর তারা আমার সাথে কাজ করতে রাজি হয়। বর্তমানে তাদের মধ্যে অধিকাংশই নারী ব্যবসায়ী এবং তারা তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে।

তবে নিজস্ব অবস্থান তৈরী করার পর বিভিন্ন ধর্মীয় চরমপন্থীদের কাছ থেকে হুমকির সম্মুখীণ হতে হয়। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও আমি পরাজয় বরণ করিনি কারণ আমি জানতাম নারীদের প্রতি সহিংসতা দূর করার একমাত্র উপায় হল তাদের অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর এবং ক্ষমতাশীল হতে সাহায্য করা। এই কথা মনে রেখে, আমি নারীদেরকে কাজ শেখা এবং উপার্জনে সক্ষম করে তোলার জন্য কঠোর পরিশ্রম করি। এবং অবশেষে এতে সফলতা আসে।

[13] UN Women, "From where I stand: Atefe Mansoori", 9 March 2016. Available from http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/3/from-where-i-stand-atefe-mansoori.

নারীরা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অন্যতম শক্তিশালী চালিকাশক্তি। বিভিন্ন গবেষণায় পাওয়া গেছে যে নারীদের কর্মক্ষেত্রে অংশ গ্রহণের ফলে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। উদাহরণস্বরূপ কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ব্যবধান কমলে তা বিভিন্ন দেশের জিডিপির পরিমান বহুগুণে বৃদ্ধি করে। একটি জেন্ডার সমতাপূর্ণ কর্মক্ষেত্র যুক্তরাষ্ট্রে ৫%, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ১২%, মিসরে ৩৪% এবং জাপানের ৯% জিডিপি বৃদ্ধি করেছে।[14] মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকাতে নারী-পুরুষ সমন্বিত কর্মক্ষেত্রে গড়ে ২৫% পারিবারিক উপার্জন বৃদ্ধি করে।

প্রথাগত অর্থনৈতিক অবদানের পাশাপাশি, সংখ্যাগরিষ্ঠ নারীরা বিশ্বব্যাপী অলাভজনক কাজ করে থাকে। কাজেই যেসব নীতিমালা দ্বারা নারীর ক্ষমতায়ন প্রচার করা হয় তাতে নারীদের নিজ পরিবারে অবদানের কথাও উল্লেখ করতে হবে, যেন তাদের সার্বিক অবদানকে স্বীকৃতি দেয়া যায়।
নারীদের উপার্জন কার্যক্রমে কম অংশগ্রহণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে মাথাপিছু জিডিপির ৩০% পর্যন্ত কমিয়ে দেয়।[15] এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে নারীদের কর্মক্ষেত্রে যুক্ত হওয়া থেকে বাধা দেওয়ায় বছরে ৮৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি হয়।[16]

করণীয়

সহকর্মীদের সাথে অথবা এককভবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করুন।

- আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে, আপনার দেশের নারীরা কোন শাখায় ভাল করছে?
- কোন কোন শাখায় তারা পিছিয়ে আছে?
- ইউএনডিপির (UNDP's) জেন্ডার ইনইকুয়ালিটি ইনডেক্স অনুযায়ী আপনার দেশ কেমন করছে? পরামর্শ করুন- *http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii*

-উন্নতির কোন জায়গা আছে কি ? যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তবে কিভাবে ?

[14] DeAnne Aguirre, Leila Hoteit, Christine Rupp and Karim Sabbagh, Empowering the Third Billion: Women and the World of Work in 2012 (Booz and Company, 2012).
Available from http://www.strategyand.pwc.com/media/file/Strategyand_Empowering-the-Third-Billion_Full-Report.pdf.
[15] International Labour Organization, Global Employment Trends 2014: Risk of a jobless recovery? (Geneva, 2014).
[16] ESCAP, Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2007: Surging Ahead in Uncertain Times (Bangkok, 2007).

উইমেন ইন আইসিটি ফ্রন্টিয়ার ইনিসিয়েটিভ

একটিভিটি শীট - ১

নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব অনুধাবন

অংশগ্রহণকারী ঃ
৩০ জন

সময় ঃ
৩০ মিনিট

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

- পোস্টার পেপার - ৩টি
- মার্কার - ৩টি
- মাস্কিন টেপ

ভূমিকা ঃ

ক্ষমতায়ন বলতে নারী-পুরুষ উভয়ের নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ, নিজস্ব বিষয়গুলো নির্ধারণ, দক্ষতা অর্জন, আত্মবিশ্বাস বাড়ানো এবং যেকোন সমস্যার সমাধানে সক্ষমতাকে বোঝায়। নারীর ক্ষমতায়ন নারীকে সম্পূর্ণরূপে সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

উদ্দেশ্য ঃ

পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রমে নারীর সমান অংশগ্রহণের গুরুত্ব অনুধাবন করা।

ধাপসমূহ ঃ

১. অংশগ্রহণকারীদের ১০ জন করে তিনটি দলে ভাগ করুন।

২. প্রতি দলকে একটি টেবিলে বসতে বলুন এবং তাদেরকে একটি করে পোষ্টার পেপার ও মার্কার পেন দিন।

৩. তিনটি দলকে নিজেদের পেপারে নিম্নোক্ত বিষয়ে আলোচনা করে লিখতে বলুন।

দল ১ - পরিবারে নারী সদস্যরা কি কি কাজ করে?
দল ২ - পরিবারে পুরুষ সদস্যরা কি কি কাজ করে?
দল ৩ - পরিবারে ছেলে-মেয়েরা কি কি কাজ করে?

৪. কাজ শেষে প্রতিটি দল তাদের পেপার সামনে দেয়ালে লাগাবে। আর কোন কিছু সংযোজনের প্রয়োজন আছে কিনা সকলকে জিজ্ঞেস করুন।

৫. এখন অংশগ্রহণকারীদেরকে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করুন-

ক) পরিবারের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো কে নেয়?
নারী / পুরুষ

খ) পারিবারিক উন্নয়নে নারী পুরুষ উভয়েরই অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন কেন?

গ) পারিবারিক উন্নয়নমূলক কাজে নারীরা কি মতামত প্রদান করতে পারেন?

ঘ) নারীর ক্ষমতায়ন কিভাবে নারীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে?

৬. প্রশ্নোত্তরের পর সকলের কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তরের ভিত্তিতে নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব আলোচনা করুন। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটিভিটি শেষ করুন।

সূত্র ঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ আইসিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (BIID)

২.২ নারীর ক্ষমতায়ন এবং টেঁকসই উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ

এসডিজিগুলো বিশ্বব্যাপী প্রযোজ্য লক্ষ্য যা পরিবেশগত, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মাত্রার সমতা বিধান করে। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা সমূহ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে প্রতিস্থাপন করে যেটি ২৫ বছরের বিষয়সূচী নিয়ে অত্যন্ত দারিদ্র এবং ক্ষুধা দূরীকরণের জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল। এটি কিছু গুরুত্বপূর্ণ শাখায় যেমন দারিদ্র দূরীকরণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, প্রাথমিক শিক্ষা বৃদ্ধি এবং শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে অগ্রগতি দেখিয়েছে।

এখনো বিভিন্ন সেক্টরে অনেক বৈসাদৃশ্য রয়েছে। গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০১৫ অনুযায়ী অতিরিক্ত এক বিলিয়ন নারী শ্রমশক্তিতে প্রবেশ করেছে কিন্তু মহিলাদের বার্ষিক বেতন এখন ১০ বছর আগে উপার্জনকারী পুরুষের বেতনের সমান।[17] এসডিজিগুলো দারিদ্র এবং টেঁকসই সমস্যাগুলো মোকাবেলা করার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে যেন কোন সমস্যাই পিছনে পড়ে না থাকে।
জেন্ডার সমতা এবং ক্ষমতায়নের উপর সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টি দেওয়া দরকার কারণ আইনগত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শের মধ্যে অনেক পরিবর্তন সাধন হয়েছে। লক্ষ্যগুলো ঠিক করা হয়েছে ২০৩০ সালের মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতাকে প্রচার করার জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনার উপর নির্ভর করে।

বক্স - ১ এসডিজি লক্ষ্য ৫ - জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন

টেঁকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের ৫ নম্বর লক্ষ্যটি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতার উপর।[১৮] এর মূল উদ্দেশ্যগুলো হলো ঃ
৫.১ সকল স্তরে নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য দূর করা।
৫.২ সর্বজনীন ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে নারী ও মেয়েদের বিরূদ্ধে সব ধরনের সহিংসতা দূর করা। নারী পাচার, যৌন এবং অন্যান্য সব ধরনের শোষণ এর অন্তর্ভূক্ত।
৫.৩ সবধরনের ক্ষতিকর কার্যক্রম, যেমন শিশু ও নারীদের অল্প বয়সে বিয়ে এবং জোরপূর্বক বিয়ে বন্ধ করা।
৫.৪ সকল অবৈতনিক গৃহস্থালী কাজ এবং যত্নের স্বীকৃতি প্রদান ও মূল্যায়ন। অবকাঠামো এবং সামাজিক সুরক্ষানীতি এবং পরিবারের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নেয়ার মূলনীতি প্রচার জাতীয় ভাবে উপযুক্ত বলে গণ্য করা।
৫.৫ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং জনসাধারনের জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নেতৃত্বের জন্য নারীর পূর্ণ এবং কার্যকর অংশগ্রহণ এবং সমান সুযোগ নিশ্চিতকরন।
৫.৬ ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন পপুলেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট এবং বেইজিং প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন এর নীতি অনুসারে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রজনন অধিকার কর্মসূচিতে সর্বজনীন অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৫.ক. অর্থনৈতিক সম্পদে নারীর সমান অধিকার প্রদান, ভূমি মালিকানার, আর্থিক সেবার অধিকার, এবং উত্তরাধিকার ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নারীর সমান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ।
৫.খ. নারীর ক্ষমতায়নকে প্রচার করার জন্য তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে বৃদ্ধিকরণ।

[17] World Economic Forum, "Ten Years of the Global Gender Gap". Available from http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/report-highlights/.
[18] UN Women, "SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls". Available from http://www2.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality.

৫.গ. জেন্ডার সমতা এবং সর্বস্তরে নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়নকে প্রচার করার জন্য নীতিমালা গ্রহণ এবং প্রয়োগযোগ্য নীতিমালাকে আরও শক্তিশালীকরণ।

করণীয়

সহকর্মীদের সাথে অথবা এককভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করুন-

- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে আপনার দেশ কিভাবে কাজ করছে ?
  consult- http://mdgs.un.org/unsd/mdg/gefault.aslox
- টেঁকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে আপনার দেশের জন্য চ্যালেঞ্জসমূহ এবং সুযোগ সুবিধা সমূহ লিখুন।
- আপনার দেশে পাঁচ নম্বর এসডিজি অর্জন করার জন্য কোন কোন বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া লাগবে সনাক্ত করুন।

নোট ঃ এমডিজিগুলো (২০০০ - ২০১৫) জাতিসংঘের শান্তি এবং স্বাস্থ্যকর বিশ্ব অর্থনীতি নিশ্চিত করার একটি অঙ্গীকার যেখানে মুখ্য বিষয়গুলো যেমন দারিদ্র, শিশু স্বাস্থ্য, নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন, টেঁকসই পরিবেশ, রোগব্যাধি এবং উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এমডিজির ৮টি লক্ষ্য রয়েছে।

২.৩ নারীর ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য প্রযুক্তি

নারীর ক্ষমতায়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এসডিজির ৫ নম্বর লক্ষ্যের প্রধান উদ্দেশ্য। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীদের ক্ষমতায়নে তথা নিজের মতামত প্রদানে সাহায্য করে। এটি নারীদের সমাজে ভাল অবস্থান তৈরী করতে সাহায্য করে এবং নিজের পছন্দমত পেশায় কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে।[১৯] তথ্য প্রযুক্তি শুধু এসডিজি ৫ অর্জন করতেই সাহায্য করে না বরং এটি অন্যান্য লক্ষ্যগুলো অর্জনেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

[19] Houlin Zhao, "ICTs for Sustainable Development #ICT4SDG", ITUblog, 23 September 2015. Available from https://itu4u.wordpress.com/2015/09/23/leading-the-field-icts-for-sustainable-development/

কেস স্ট্যাডি -৩

নারীর ডিজিটাল শিক্ষা ক্যাম্পেইন[20]

নারীর ডিজিটাল শিক্ষা ক্যাম্পেইন নারীদের মৌলিক তথ্য প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে যেমন কিভাবে কম্পিউটার চালনা করতে হয়, ই-মেইল পাঠাতে হয় এবং অনলাইনে পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব এর সাথে অনলাইনে যুক্ত থাকা যায়। ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (ITU) এবং টেলিসেন্টার ফাউন্ডেশন এর যৌথ প্রজেক্টটি এক মিলিয়নের বেশি নারীদের বিশ্বব্যাপী প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এই ক্যাম্পেইন প্রমান করে যে, বিশ্বজুড়ে মৌলিক ডিজিটাল স্বাক্ষরতার অভাবে নারীদের ব্যক্তিগত বিকাশ এবং পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌছানোর প্রক্রিয়া ব্যহত হচ্ছে। ২০,০০০ কমিউনিটি টেলিসেন্টারে নারীদেরকে মৌলিক তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে পারদর্শী করে তোলা হয়েছে। তারা বিভিন্ন তথ্য খুঁজে বের করা, সাহায্যকারী কমিউনিটির সাথে যুক্ত হওয়া এবং নিজেদের জীবিকার উন্নয়নে দক্ষতা অর্জন করে। কিভাবে তথ্য প্রযুক্তি বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যেমন- হস্ত শিল্প, কৃষি, পর্যটন এবং কৃষি ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে তা দেখানোর জন্য অনেক প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম রয়েছে। কিছু নারীরাও টেলিসেন্টারে প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করে যারা সুবিধা বঞ্চিত, দরিদ্র এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এই যোগ্যতাও তাদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে।

প্রতিটি টেলিসেন্টার অন্তত ৫০ জন সুবিধাবঞ্চিত নারীদের সাহায্য করার লক্ষ্য স্থির করে এবং এভাবে বিশ্বব্যাপী ১ মিলিয়নের বেশি নারীদের কাছে এই সুবিধা পৌছে দিয়েছে।

প্রয়োজনীয় লিংক সমূহ

• Telecentre Facebook page:
https://www.facebook.com/telecentrewomen/info?tab=page_info.
• Video of the story of Myrna Padilla, a Filipino woman helped by the programme:
https://www.youtube.com/watch?v=ELxA9KTz0Sg.

[20] ITU programmes for women and girls. Available from http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Pages/ Women-and-Girls.aspx.

নিজেকে পরীক্ষা করুন

- ক্ষমতায়ন কি ?
- কেন নারী পুরুষ উভয়েরই উন্নয়নমূলক কাজে জড়িত থাকা দরকার ?
- তথ্য প্রযুক্তি কিভাবে ক্ষমতায়নকে প্রচার করে ?
- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে নারীর ক্ষমতায়নকে প্রচার করার কোন সাম্প্রতিক উদ্যোগ সম্পর্কে জানেন?

মুল বার্তা

- নারীর ক্ষমতায়ন বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বুঝায় যা দ্বারা নারীরা নিজেদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করে।
- এসডিজিগুলো অন্তর্ভূক্তিকরণ নীতি পালন করে নারীর ক্ষমতায়নকে প্রচার করে কারণ যেকোন উন্নয়ন কার্যক্রমে নারী পুরুষ সকলকে সমানভাবে কাজ করতে হবে, কেউ যেন পিছিয়ে না পড়ে সেটিকে নিশ্চিত করতে হবে। এসডিজি ৫ জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নকে বেশি গুরুত্ব দেয়।
- তথ্য প্রযুক্তি নারীর ক্ষমতায়নকে সক্রিয় করতে পারে কারণ এই সরঞ্জাম ব্যবহার করে ক্ষমতায়ন বিষয়ক সচেতনতা তৈরী করা, শিক্ষা ও স্বাক্ষরতাকে উৎসাহিত করা।
- বিক্রেতার সাথে বাজারের সংযোগ স্থাপন এবং যেকোন আলোচনার জন্য প্লাটফর্ম তৈরী করা যায়।

৩. নারীর ক্ষমতায়নের বাঁধা এবং সুযোগসমূহ

নারীর ক্ষমতায়নে অনেক ধরনের বাঁধা এবং সুযোগ সুবিধাও রয়েছে। এই বিষয়গুলো সনাক্তকরণ অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর মাধ্যমে কিভাবে বাঁধাসমূহ দূর করা যায় এবং সুযোগসমূহকে প্রচার করা যায় সে বিষয়ে ধারণা লাভ করা যায়। নিম্নোক্ত উপবিভাগগুলো নারীর ক্ষমতায়নে বাধা সৃষ্টিকারী অথবা সাহায্যকারী প্রধান বিষয়গুলো বর্ণনা করে।[২১]

শিক্ষার ফলাফল
নারীর ক্ষমতায়নে বাঁধা এবং সুযোগ সমূহের তালিকা তৈরী করুন।

৩.১ বাঁধাসমূহ

৩.১.১. বৈষম্যমূলক সামাজিক নিয়ম এবং সংস্কৃতি

নারীর ক্ষমতায়নে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত অনেক বাঁধা রয়েছে যেমন বলা হয়ে থাকে নারী ও পুরুষের নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে সমাজে। বিভিন্ন বৈষম্যমূলক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক নিয়ম এবং অনুশীলন সাধারণত নারীদের সীমানা নির্ধারণ করে, কর্ম এবং সুযোগকে সীমিত করে দেয়। নারীর দৈনন্দিন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহন ও সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে নারীরা কি বিষয়ে পড়াশুনা করবে, কোথায় যেতে পারবে, কোথায় এবং কিভাবে কাজ করতে পারবে এবং সমাজে কোন পরিধিতে মিশতে পারবে, কিছু ঐত্যিবাহী নিয়ম-কানুন ও আইন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এই প্রক্রিয়ার মূল কারণ।

সমাজে নারীর অবস্থান বিভিন্ন আর্থসামাজিক উপাদানের বিন্যাসের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, শিক্ষা, শিশুর যত্ন, কর্মসংস্থান, ইত্যাদি প্রায়শই একটি আরেকটিকে অধিক্রমন করে। নারী পুরুষের পোশাক নির্বাচনের উপর সামাজিক নিয়মকানুনের বড় প্রভাব রয়েছে। এছাড়া বিশেষ কোন জনসংখ্যার প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভংগি এবং কোন সেবার জন্য প্রদানকৃত পারিশ্রমিকের পরিমানের উপরও এটি নির্ভর করে। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি নারীদের কর্মক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণে এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভে বাঁধার সৃষ্টি করে।[22]

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ক্ষমতায়নের একটি অন্যতম উপাদান। রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অপর্যাপ্ত অংশগ্রহণ এবং উপস্থাপন নারীদের নিজস্ব মতামত ও প্রয়োজনীয়তা প্রকাশের সুযোগ কমিয়ে নেয়। নারীদের মতামত এবং প্রয়োজনীয়তা তখনই গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে যখন তারা যেকোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে পর্যাপ্ত অংশগ্রহণ করবে। অন্যথায় তাদের প্রয়োজন পূরণ হলেও তারা নিজেদের পরিচয়ে পরিচিত হতে পারবেনা।

---

[21] Women Empowerment, "Key Strategies in Empowering Women". Available from http://www.womenempowerment.org.in/key-strategies-in-empowering-women.htm; and Tam O'Neil. Georgia Plank and Pilar Domingo, "Support to women and girls' leadership: A rapid review of the evidence", Overseas Development Institute, April 2015. Available from https://www.odi.org/publications/9500-women-leadership-capabilities.

[22] World Bank, Voice and Agency: Empowering Women and Girls for Shared Prosperity (2014). Available from http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Gender/Voice_and_agency_LOWRES.pdf.

বিশ্বব্যাপী যেকোন সরকারী অবস্থানে নারীদের নির্বাচিত হওয়ার পরিমান বাড়ছে। এমনকি ১৯৯৭ সাল থেকে এই অংশগ্রহণের হার দ্বিগুণ হয়েছে। কিন্তু তারপরও এই বিভাগে জেন্ডার সমতা আসতে এখনো অনেক সময়ের প্রয়োজন। ২০১৫ সালে বিশ্বের সকল জাতীয় সংসদে মাত্র ২২ শতাংশ সদস্য ছিল নারী। ১১ জন রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে এবং ১০ জন সরকারের প্রধান হিসেবে কাজ করে। এশিয়া প্যাসিফিক এলাকায় এ সংখ্যাটি বিশ্বজনীন গড়ের তুলনায় কম। এশিয়ান দেশগুলোতে গড়ে ১৮.৪% সংসদ সদস্য নারী। ইউএন উইমেনের মতে "বিশ্বব্যাপী ৩৭টি রাষ্ট্রে, ১০ শতাংশেরও কম নারী সংসদ একক অথবা নিম্ন কক্ষে রয়েছে, ২০১৫ সালের আগষ্ট মাসের রিপোর্ট অনুযায়ী ৬টি চেম্বারে কোন নারী সদস্যই নেই।"[23] নারীর ক্ষমতায়নের উপর ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটি রিপোর্টে দেখা গেছে " নারীরা যদিও বা সংসদে প্রবেশ করে, তারা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে চায়না, তারা মূলত সামাজিক প্রতিষ্ঠানে সীমাবদ্ধ থাকে, খুব কম সংখ্যকই উচ্চ পদে অভীষ্ট হয়।" কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে, কর্মক্ষম নারীদের একটি বড় অংশ বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে কর্মক্ষেত্রের বাইরে থাকে।[24]

২০১৫ সালে কর্মক্ষেত্রে ৫০% নারীর অংশগ্রহণ ছিল এবং পুরুষের ক্ষেত্রে এটি ছিল ৭৭%। ১৫ থেকে ৪৯ বছরের মধ্যে একজন নারীকে সন্তান জন্মদানের জন্য গড়ে দুই বছর কর্মক্ষেত্রের বাইরে থাকতে হয়।[25]

ESCAP স্টাটিসটিকাল ইয়ারবুক অনুযায়ী, ২০১৫ সালে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে নারী / পুরুষের সার্বিক কাজের অনুপাত ৭২%। [26]

আরও নির্দিষ্ট তথ্য নিরীক্ষা করলে এই অঞ্চলে নারীর কর্মসংস্থানের অবস্থা জনশূণ্য বলে মনে হবে। এশিয়া মহাদেশের নারীদের মধ্যে ৬০% চাকরীজীবী, ২৬% কৃষিজীবী এবং ১২% শিল্পকারখানায় কর্মজীবী। যারা নিজস্ব ব্যবসা পরিচালনা করে অথবা কয়েকজন অংশীদারের সাথে ব্যবসা করে, তাদের মধ্যে মাত্র ২.৫% নারী। এই সংখ্যা ১৭.৫% পর্যন্ত বাড়তে পারে যদি নারীরা স্বনির্ভর ভাবে নিজস্ব ব্যবসা করে।[27]

বিশ্বব্যাপী কর্মক্ষেত্রে বেতনের বৈষম্য রয়েছে যেখানে নারীরা পুরুষের চেয়ে ২৪% কম উপার্জন করে , এই অবস্থা সকল স্তরের কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য (উচ্চ উপার্জনক্ষম বিনোদন অথবা ক্রীড়া শিল্প থেকে নিম্ন উপার্জনকারী দিন মজুর পর্যন্ত)। এই উপার্জনের সমতা মূলত নারীদের উচ্চ স্তরের ব্যবস্থাপনা এবং উচ্চ বেতনের পেশাতে কম উপস্থাপনের জন্য হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই নারীরা সক্রিয় শ্রমশক্তিতে নীরব ভূমিকা পালন করে।[28] এটি মূলত সামাজিক চর্চা এবং নারী শ্রমকে অবমূল্যায়নের ফলাফল। ১ নম্বর চিত্রে বিশ্বব্যাপী নারীরা অবৈতনিক সেবামূলক কার্যক্রমের বোঝা বহনের পরিস্থিতি দেখানো হয়েছে।

---

[23] UN Women, "Facts and Figures: Leadership and Political Participation – Women in Parliaments". Available from http://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures

[24] World Bank, Voice and Agency: Empowering Women and Girls for Shared Prosperity (2014). Available from http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Gender/Voice_and_agency_LOWRES.pdf.

[25] UNDP, Human Development Report 2015: Work for Human Development (New York, 2015). Available from http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_1.p

[26] ESCAP Online Statistical Database. Available from http://www.unescap.org/stat/data/statdb/DataExplorer.aspx

[27] Ibid. Data is calculated using the available numbers reported to ESCAP by the member countries in 2013. The year 2013 is chosen because the highest number of Asia-Pacific countries shared their data this year compared with the years 2014 and 2015.

[28] Naila Kabeer, "Women's economic empowerment and inclusive growth: Labour markets and enterprise development", Centre for Development Policy and Research Discussion Paper 29/12, School of Oriental & African Studies, October 2012. Available from https://www.soas.ac.uk/cdpr/publications/papers/file80432.pdf.

Figure 1 Women take the major burden of unpaid care work

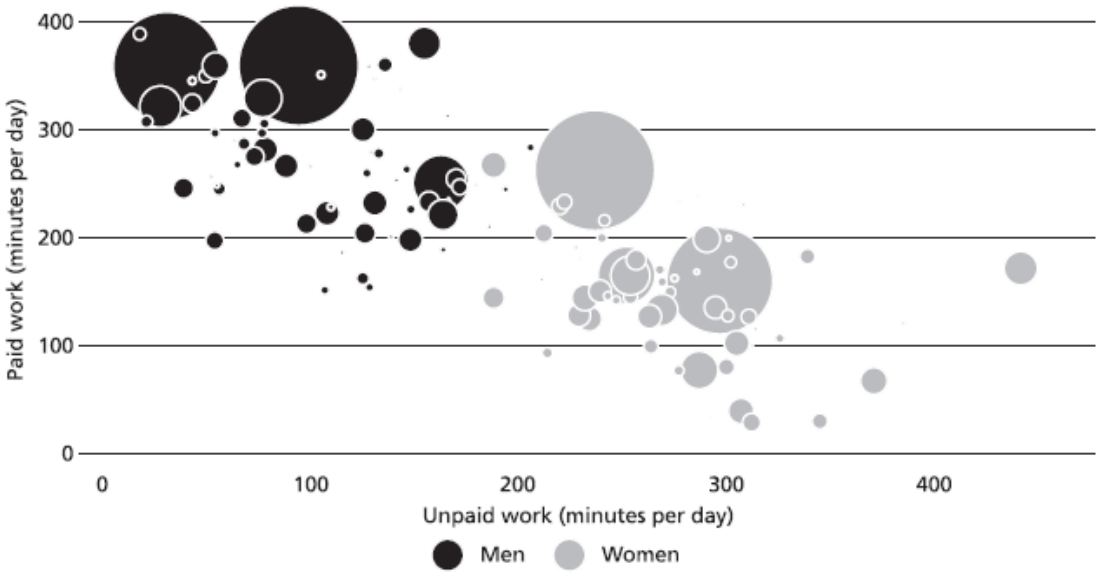

Source: *UNDP, Human Development Report 2015: Work for Human Development (New York, 2015).* Available from *http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_1.pdf.*

অনেক সমাজই এখনও মনে করে গৃহস্থালী কাজ এবং পরিবারের যত্ন নেওয়া মূলত নারীদের দায়িত্ব। এখনও নারীদের পেশার থেকে পরিবারকে বেশি গুরুত্ব দিতে হয় এবং এভাবেই তাদের পেশাগত কর্মদক্ষতা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এমনকি এই অবস্থা পরিবর্তনের সুযোগ থাকলেও ভবিষ্যতে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করে নারীরাই অনেক ক্ষেত্রে তাতে অগ্রসর হয়না ।

করণীয়

সহকর্মীদের সাথে অথবা এককভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করুন।

- ইউএনডিপির হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সে আপনার দেশ বর্তমানে কত নম্বরে আছে?
  Consult : http://hdr.undp.org/en/content/hnmon-development-index-hdi
- উন্নয়নের কোন সুযোগ কি আছে? যদি থাকে, কিভাবে ?
- আপনার দেশে নারীরা পেশাগত ভাবে কোন বিভাগে জড়িত আছে? তারা কি কোন বৈষম্যের স্বীকার হয়?
  Consult : http://www.ilo.org/gender/lang-eu/index.htm

কেস স্ট্যাডি- ৪

যেভাবে সোমিয়া তার জীবনের বাঁধাগুলো অতিক্রম করেছিল এবং অন্য নারীদের সাহায্য করেছিল[29]

সোমিয়া দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক এর একটি গ্রামে থাকে। ৬ বছর যাবৎ সে ইউএন উইমেন নারী পরিচালিত ইনফরমেশন সেন্টার ইনিশিয়েটিভ অফ আইটি ফর চেঞ্জ এ কাজ করছে। এই প্রতিষ্ঠানটি নারী মালিকানাধীন এবং পরিচালিত, ইন্টারনেট এবং মোবাইল ফোনের নেটওর্য়াক ব্যবহার করে স্থানীয় জনগণের অধিকার ও চাহিদা বিষয়ক তথ্য সরবরাহ করে। সোমিয়া ডিজিটাল এবং অফলাইন উৎস ব্যবহার করে সরকারী সেবাসমূহের হালনাগাদকৃত তথ্য সংগ্রহ করে যা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভাবে প্রান্তিক নারীদের জন্য উপকারী। প্রতি মাসে তিনি প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে এসব তথ্য মানুষকে জানানোর জন্য যান এবং বিভিন্ন কল্যাণমূলক ফান্ড থেকে অর্থ ও ভর্তুকি পাওয়ার ব্যাপারে আবেদন করতে সাহায্য করেন। তার গল্পটি এখানে দেয়া হল- যখন আমার বয়স ১৯ বছর ছিল, আমার পরিবার জোরপূর্বক আমাকে এক আত্মীয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়। আমার পিতামাতা প্রান্তিক কৃষক এবং তারা ভাবত যদি তারা আমার বিয়ে দিতে দেরি করে, পরবর্তীতে হয়ত তারা আমার জন্য কোন পাত্র খুঁজে পাবেনা। তারা আমার স্বামীকে কিছু টাকা উপহার দেয় তাকে একটি জিপ কিনে চালকের কাজ শুরু করার ব্যাপারে সাহায্য করার জন। বিয়ের তিন মাস পর আমি গর্ভবতী হই এবং পড়াশুনা ছেড়ে দেই। আমি সাহিত্যে স্নাতক পড়ছিলাম এবং আমার স্বপ্ন ছিল একটি ভাল চাকরি করা যা আমাকে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করবে। সন্তান প্রসবের জন্য আমি আমার মায়ের বাড়িতে যাই তার আগে পর্যন্ত সবকিছু ভালোই চলছিল। আমার একটি কন্যা সন্তান হয়, এটি ছিল আমার জন্য একটি বিশেষ মুহূর্ত। আমি অপেক্ষা করছিলাম আমার স্বামী আমাদের দেখতে আসবে। কিন্তু সে তা করেনি। সে আস্তে আস্তে মদ্যপান এবং জুয়াখেলা শুরু করে এবং ধার শোধ করার জন্য জীপটি বিক্রি করে দেয়। দিনদিন সে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করতে থাকে এবং মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করে। আমি আমার পিতামাতার কাছে চলে আসি।

আমার মা একটি নারী সমবায় সমিতির সাথে যুক্ত ছিল যেটি ইনফরমেশন সেন্টার ইনিশিয়েটিভের সাথে কাজ করত। যখন সেখানে চাকরির সুযোগ আসল, আমি কাজে যোগ দিলাম কারণ অর্থনৈতিক চাপের কারণে আমি সম্পূর্ণরূপে আমার পিতামাতা বা শ্বশুর বাড়ির অর্থের উপর নির্ভরশীল হতে পারিনি। প্রশিক্ষণ থেকে আমি শুধু কম্পিউটার এবং প্রযুক্তি সম্পর্কেই শিক্ষা লাভ করিনি বরং সহকর্মীদের সাথে কাজ করার পদ্ধতি এবং যেকোন মিটিং এ অংশগ্রহণ করার উপায় সম্পর্কেও শিখি।

কিছুদিন কাজ করার পর, আমি আমার স্বামীর সাথে পুনরায় সংসার শুরু করার চেষ্টা করি। আমি তাকে আসক্তি দূর করার জন্য নিরাময় কেন্দ্রে পাঠাই। কিন্তু আমার অনেক চেষ্টার পর সে তার পুরানো জীবনে ফিরে যায়। অবশেষে আমি বুঝতে পারি, আমার স্বামী কোন ভাবেই খারাপ অভ্যাস গুলো ছাড়বে না এবং তার জন্য কোন চেষ্টাও করবে না। আমি স্বামীর বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং আমার বিধবা বোনের সাথে থাকতে শুরু করি। এখন আমরা দুই বোন একসাথে থাকি এবং আমি কাজে গেলে সে আমার মেয়ের দেখাশোনা করে। আমার মেয়ে এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। আমি তাকে লেখাপড়া করাতে চাই যেন সে

[29] UN Women, "Soumya's Blog: Every woman 'should rise up to the challenges that surround her, and break free'", 5 April 2016. Available from http://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/in-focus/youth-voice/soumya-j.

বড় হয়ে স্বনির্ভর হতে পারে। এটি খুবই কঠিন কাজ, কিন্ত একই পরিস্থিতির স্বীকার অন্য নারীদের দেখলে আমি শক্তি পাই। এবং আমি জানি, আমি নিজের অবস্থার উন্নতি করে অন্যদের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারব।

এখন আমি গ্রামের মানুষের কাছে আমার কাজের জন্য পরিচিত। বয়স্ক মানুষেরা আমাকে চেনে কারণ আমি তাদের পেনশনের আবেদন পত্র লিখতে সাহায্য করি, নারীরা আমাকে চেনে কারণ আমি তাদের সমিতিতে কিভাবে মাসিক খাবার সঠিক দামের দোকান থেকে কিনতে পারে সে ব্যাপারে পরামর্শ দিই এবং ছাত্রছাত্রীদের কাছে আমি পরিচিত কারণ তাদের আমি সরকারী ও বেসরকারী চাকরির সুযোগ ও ভকেশনাল প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে থাকি। আমি কাজ করে আনন্দ পাই, এবং আমার লক্ষ্য হল নারী ও শিশুকে তাদের নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জীবন চালাতে সাহায্য করা যেন কোন নারী কখনো নিজেকে পরাজিত বা ছোট হিসেবে চিন্তা না করে। ।

৩.১.২ জেন্ডার পক্ষপাতদুষ্ট আইন এবং নিয়ন্ত্রক পরিবেশ

সংবিধান রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতার অন্তর্নিহিত ভিত্তি যা কার্যনির্বাহী, আইনসম্মত ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার পিছনের নীতিসমূহ এবং জনসাধারন ও ব্যক্তি ও সংস্থার অধিকার এবং দায়দায়িত্বের অনুশীলনকে নির্দেশ করে। জাতীয় সংবিধান সর্বদা নারী পুরুষের অধিকারের কথা এমন ভাবে বলেনা যা জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্য দূর করে অথবা নারীর অধিকার সংরক্ষণ করে।

জেন্ডার সমতার উপর সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে ১৭০ টিরও বেশি দেশে এখনও বিভিন্ন স্তরের বাধা নারীদের পুরুষের সমান আইনগত ও সংবিধানগত সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত করে। এই গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, " জেন্ডার সমতা লাভের জন্য স্বাস্থ্যগত, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক অনুপ্রেরণা থাকা শর্তেও, নারী এবং মেয়েরা বিশ্বব্যাপী পুরুষ ও ছেলেদের থেকে কম সুযোগ সুবিধা পায়। জেন্ডার বৈসাদৃশ্য দূর করা আমাদের সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ।"[30]

গবেষণায় পাওয়া গেছে যে নারীদের মূলত অর্থনৈতিক, সামাজিক অধিকার যেমন- স্বাস্থ্য, কর্মক্ষেত্র এবং বিবাহ এই ক্ষেত্রগুলোতে বৈষ্যম্যের শিকার হতে হয়।

[30] World Policy Analysis Center, Closing the Gender Gap: A summary of findings and policy recommendations (2014).

টেবিল ১ এ বিশ্বব্যাপী বিবাহিত নারীদের আইনগত সীমাবদ্ধতা

টেবিল- ১	**একনজরে বিশ্বব্যাপী বিবাহিত নারীদের প্রতি বিভিন্ন আইনগত সীমাবদ্ধতা**
সীমাবদ্ধতা (প্রথম বন্ধনীতে মোট দেশসমূহ)	যেসব দেশে বিবাহিত নারীরা বিবাহিত পুরুষের তুলনায় সীমাবদ্ধতার স্বীকার হয়।
বাসস্থান নির্ধারণ করা (২৫)	বেনিন, বারকিনা ফাসো, ক্যামেরুন, চাদ, ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক অফ কংগো, রিপাবলিক অফ কংগো, গ্যাবোন, গিনি, হাইতি, ইরান, জর্দ্দান, কুয়েত, মালয়েশিয়া, মালয়, নিকারাগুয়া, নাইজার, ওমান, রুয়ান্ডা, সৌদি আরব, সেনেগাল, সুদান, সিরিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইয়েমেন, গাজা ও ওয়েষ্ট ব্যাংক।
সন্তানদের নাগরিকত্ব প্রদান (১৫)	গিনি, ইরান, জর্দ্দান, কুয়েত, লেবানন, মাদাগাস্কার, মালয়েশিয়া, মালয়, মৌরিতানিয়া, নেপাল, ওমান, সুদান, সৌদি আরব, সিরিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও গাজা ও ওয়েষ্ট ব্যাংক।
অনুমতি ছাড়া চাকরি লাভ (১৫)	বলিভিয়া, ক্যামেরুন, চাদ, কংগো, গ্যাবন, গিনি, ইরান, জর্দ্দান, কুয়েত, মৌরিতানিয়া, নাইজার, সুদান, সিরিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং গাজা ও ওয়েষ্ট ব্যাংক।
বাইরে ভ্রমন (৯)	ইরান, জর্দ্দান, কুয়েত, মালয়েশিয়া, ওমান, সুদান, সিরিয়া, গাজা ও ওয়েষ্ট ব্যাংক, ইয়েমেন।
দেশের বাইরে ভ্রমন (৪)	ওমান, সৌদি আরব, সুদান, সিরিয়া।

সূত্রঃ World Bank, Voice and Agency: Empowering Women and Girls for Shared Prosperity (2014). Available from http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Gender/Voice_ and_agency_LOWRES.pdf.

যেখানে আইন জেন্ডার সমতাকে সমর্থন করে, তারপরও এর প্রয়োগের কার্যকারিতা অসমান হতে পারে, কারণ অনেক নারীই আইনি সুরক্ষা ও সুবিধা গ্রহণে অক্ষম হয়। জেন্ডার প্রতিক্রিয়াশীল আইনগুলো বৈষম্য সৃষ্টিকারী নিয়ম ও অনুশীলন এর পাশাপাশিই থাকতে পারে। বেশ কিছু দেশে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে প্রথাগত উত্তরাধিকার আইন থাকার পরও নারী উত্তারাধিকারের ক্ষেত্রে অনেক বৈষম্য দেখা যায়। মাঝে মাঝে বিচার বিভাগ উত্তরাধিকার সূত্রের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জাতিগত অংশীদারীত্বের উপর নির্ভর করতে পারে। ভারতবর্ষে জমির মালিকানার ন্যায্য বিধিবদ্ধ অধিকার না থাকায় বিবাহ বিচ্ছেদ বা বিধবা হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের নারীদেরকে অনেক সময় ঘরছাড়া হতে হয়, তাছাড়া এটি তাদের পারিবারিক কর্মক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলে যদি তাদের স্বামীরা জীবিকার প্রয়োজনে অন্য জায়গায় যেতে হয়।[31]

সম্পদের মালিকানা ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করার ক্ষমতা তার জামানত প্রাপ্তির ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত। জমির মালিকানা এবং জমিজমা ব্যবস্থাপনার সাথে ক্ষমতায়নের গভীর সম্পর্কের প্রভাব গ্রামীন নারীদের উপর রয়েছে যারা জমি থেকে তাদের খাবার এবং জীবিকা লাভ করে। যদিও গ্রামীন নারীরা কৃষি শ্রম শক্তির ৪৩% স্থান দখল

[31] Bina Agarwa, Are We Not Peasants Too? Land Rights and Women's Claims in India (New York, Population Council, 2002). Available from *https://docs.escr-net.org/usr_doc/Are_We_Not_Peasants_Too.pdf*.

করে আছে, তবু তারা পুরুষের তুলনায় কম জমির মালিক। অধিকন্তু নারী মালিকানাধীন জমিগুলো পুরুষ মালিকানাধীন জমির তুলনায় ছোট ও নিম্নমানের হয়।[32]

বক্স - ২. জেন্ডার এবং ভূমি অধিকার ডাটাবেস

ফুড এন্ড এগ্রিকালচাল অরগ্যানাইজেশন (FAO) ২০১০ সালে একটি তথ্য পোর্টাল তৈরি করেছে যার নাম জেন্ডার এন্ড ল্যান্ড রাইটস ডাটাবেস। এতে হালনাগাতকৃত আইন উন্নয়ন এবং জেন্ডার সমতা বিষয়ক জমির ভোগদখল ও অন্যান্য বিষয়ে দেশ ভিত্তিক তথ্য রয়েছে। এই তথ্য পোর্টাল দ্বারা FAO ভূমির অধিকারে জেন্ডার বৈষম্য, প্রধান রাজনৈতিক, আইনী ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলী যা জেন্ডার সমতাপূর্ণ জমির ভোগদখলকে প্রভাবিত করে বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করে।
বিস্তারিত দেখুন- http://www.fao.org/gender-landrights-database/en/.

করণীয়

সহকর্মীদের সাথে বা এককভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করুন -

- আপনার দেশে নারীর প্রতি সামাজিক, আইনী এবং পেশাগত অধিকারে বৈষম্য সৃষ্টিকারী কোন আইন আছে কি?
- এমন কোন বৈষম্য সৃষ্টিকারী সামাজিক চর্চা/অভ্যাস আছে যা সরকার দ্বারা অনুমোদিত নয় কিন্তু ব্যাপকভাবে কার্যকর ?

৩.১.৩. পাবলিক সেবায় সীমিত অধিগমন

সর্বজনীন শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সেবা হল এমন দুটি বিভাগ যেখানে নারী এবং মেয়েদের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে আরও উন্নতির প্রয়োজন। কারণ সীমিত সেবা লাভের সুযোগের ফলে নারীরা বিভিন্ন স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী অভাবের স্বীকার হয়।

বিশ্বব্যাপী তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারকারীদের একটি বড় অংশের (প্রধানত মোবাইল ফোন গ্রাহক) যথেষ্ট কার্যকর আইসিটির জ্ঞান নেই। অনেক অশিক্ষিত নারী আছে। যারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারে এবং উপকৃত হয় কিন্তু তারা যদি আরও সুশৃংখলভাবে এর ব্যবহার জানত, এটি তাদের জন্য আরও বেশি উপকারী হোত। বিশেষজ্ঞদের মতে, অধিকাংশ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শিক্ষা প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের থেকে পিছিয়ে রয়েছে। ইনটেলের এক গবেষণায় দেখা যায় "সকল উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ৭৫ শতাংশ নারী এবং ৮৬ শতাংশ পুরুষ শিক্ষিত। এই ব্যবধানটি কিছু কিছু দেশে

[32] FAO, "Gender and Land Rights: Policy Brief", 2010; and SOFA Team and Cheryl Doss, "The Role of Women in Agriculture", ESA Working Paper No. 11-02, FAO, March 2011. Available from *http://www.fao.org/docrep/013/am307e/am307e00. pdf*.

আরও বেশি। উদাহরণস্বরূপ, ভারতবর্ষে মাত্র ৫১% নারী লিখতে ও পড়তে পারে যেখানে পুরুষের পরিমান ৭৫%। এই মৌলিক দক্ষতা ছাড়া ইন্টারনেট নাগালের বাইরেই থেকে যাবে।

বিশ্বব্যাপী, নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে। তারপরও ৫৮ মিলিয়ন শিশু বর্তমানে স্কুলে যেতে পারেনা এবং এর প্রধান অংশ দক্ষিণ এশিয়াতে রয়েছে।[33] তাছাড়াও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের বৈষম্য এখনও খুবই স্পষ্ট। দারিদ্র, দুর্বল অবকাঠামো বা সচেতনতার অভাবের কারণে, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নারীরা তাদের শিক্ষা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। একারণে নারীদের মধ্যে প্রযুক্তিগত শিক্ষাসহ অন্যান্য শিক্ষার হার কম। বিশ্বব্যাপী ইউনেস্কোর তথ্য অনুযায়ী প্রাপ্ত বয়স্ক অশিক্ষিত জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ নারী। দারিদ্র প্রায়শই জেন্ডার অসমতা বৃদ্ধি করে এবং অবশেষে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে শিক্ষার উপর। দরিদ্র নারীরা সমাজে দ্বিগুণ ঝুঁকির সম্মুখীণ হয় তাদের অর্থনৈতিক সংগ্রাম এবং যেসব বৈষম্যের স্বীকার হয় তার জন্য। ২ নং চিত্রে আমরা দেখতে পারি যে বিভিন্ন দেশজুড়ে ধনী ও দরিদ্র নারী/পুরুষ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিশাল ব্যবধান রয়েছে। দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষা কম শেষ করতে পারে। অন্যথায় ধনী পরিবারের ছেলেমেয়েরা উভয়েই প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে শেষ করতে পারে।[34]

[33] United Nations, "The World's Women 2015: Chapter 3 – Education". Available from http://unstats.un.org/unsd/gender/chapter3/chapter3.html

[34] World Bank, Voice and Agency: Empowering Women and Girls for Shared Prosperity (2014). Available from http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Gender/Voice_and_agency_LOWRES.pdf.

চিত্র ২ঃ ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সীদের সম্পদের অবস্থা এবং জেন্ডারের ভিত্তিতে স্কুল পর্যায় সমাপ্তকরণের হার

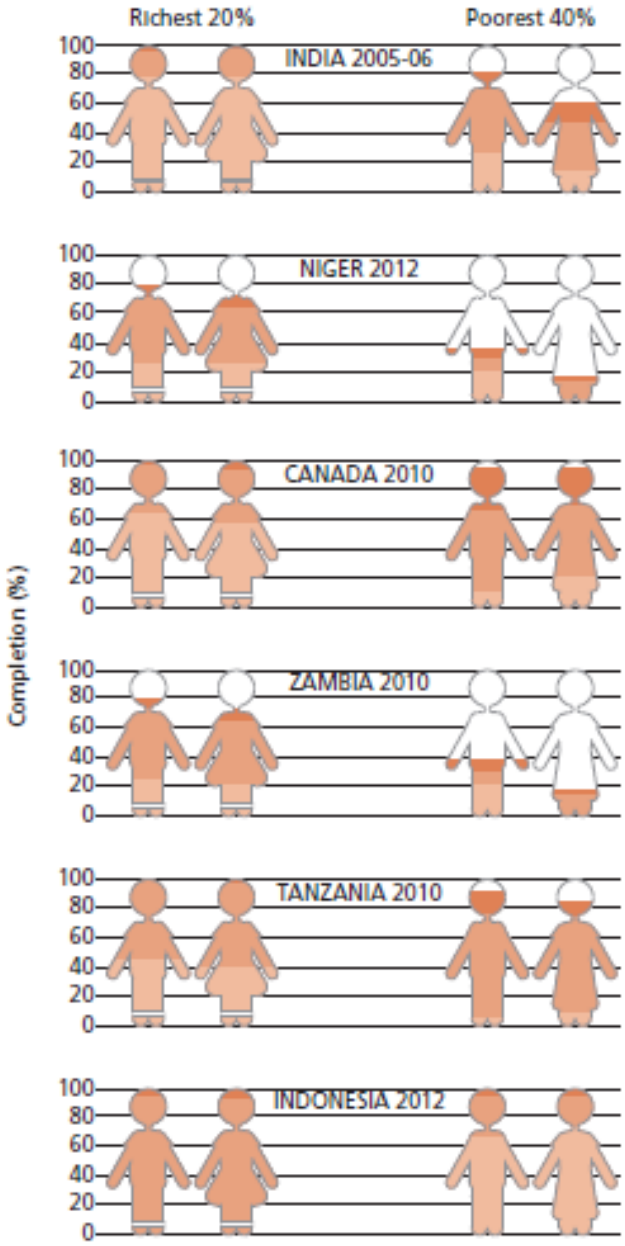

সূত্রঃ World Ba… 014). Available from http://www.wor…RES. pdf.

৩.১.৪ নারীর প্রতি সহিংসতা

নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়টি বর্তমানে একক অথবা সমন্বিতভাবে প্রচুর ব্যবহার করা হচ্ছে নারীদের উপর আধিপত্ত বিস্তার করার জন্য। জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা হল মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনএবং এটি সারা বিশ্বের একটি তীব্র চ্যালেঞ্জ। এই ধরনের সহিংসতার ঝুঁকি বেশি নারীদের। একটি গবেষণায় দেখা গেছে ৩৫ শতাংশের বেশি নারী স্বামী কিংবা অন্যদের কাছ থেকে শারিরীক অথবা যৌন সহিংসতার শিকার।[35] এই ধরনের সহিংসতা নিজের বাড়িতেও ঘটতে পারে। এমনকি প্রতি ৩ জন নারীর মধ্যে একজন নারী তার সঙ্গীর কাছ থেকে এ ধরনের সহিংসতার শিকার হয়।[36]

এই ধরনের জঘন্য কাজগুলো কেবল মানুষের সম্পর্ক, ব্যক্তি, পরিবার বা সমাজের সামগ্রিক বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে না, বরং এটি বিশ্ব অর্থনীতির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যৌন নিপীড়ন, যৌন সহিংসতা এবং এমনকি সাইবার সন্ত্রাস নারীদের ব্যবসায় প্রবেশে বাঁধা হিসেবে কাজ করে। তার নিজের ভয় বা পরিবারের কারণে তার গতিশীলতাকে সীমাবদ্ধ করে এবং অনলাইন কার্যকলাপকে সীমিত করে দেয়।এসব কার্যকলাপগুলো ব্যবসার ক্ষেত্রে উৎপাদনশীল এবং সামাজিক ভাবে উপকারী হতে পারে। সাধারণত নারীরা পুরুষের তুলনায় কর্মক্ষেত্রে বেশী বাধাঁর সম্মুখীণ হয়।

৩.২ সুযোগসমূহ

৩.২.১ অন্যান্য নীতিনির্ধারকদের সংযুক্ত করা

যদিও প্রথাগত অনেক নিয়মকানুন নারীর ক্ষমতায়নের বিপক্ষে, বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী অনেক ভাল সমাজিক চর্চা শুরু হয়েছে যা নারী কল্যাণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। এই উদ্যোগে পুরুষ ছেলে এবং এই সম্পর্কিত নীতি নির্ধারকগনও অন্তর্ভূক্ত, কারণ সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় নারীর জন্য আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি ভাল পরিবেশ নিশ্চিত হবে। বৈষম্যকে মোকাবেলা করার জন্য ছেলে-মেয়ে উভয়কেই ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে। এতে তারা উভয় ক্ষেত্রেই জেন্ডার সমতার সুবিধা অনুধাবন এবং উভয় জেন্ডারকে কাজে লাগিয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ করতে পারবে। নারীর ক্ষমতায়ন বলতে জেন্ডার সমতা করার জন্য পুরুষের ক্ষমতায়নকেও বোঝায়।

---

[35] WHO, “Violence against women: Intimate partner and sexual violence against women”, Factsheet no. 239, January 2016. Available from http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/.

[36] UN Women, “Infographic: Gender equality – Where are we today?” 25 September 2015. Available from http://www.unwomen.org/en/digital-library/multimedia/2015/9/infographic-gender-equality-where-are-we-today.

কেস স্ট্যাডি- ৫

ভারতে গৃহস্থালী সহিংসতার বিরুদ্ধে "বেল বাজাও" ক্যাম্পেইন[37]

ভারতে গৃহস্থালী সহিংসতার বিরুদ্ধে ঘন্টা বাজানো ভারতীয় পুরুষ ও ছেলেরা নারীর প্রতি সহিসংসতার চক্র ভাঙ্গতে শুরু করছে। যখন তারা কোন বাড়িতে একটি পুরুষের নারীর প্রতি সহিংস আচরণ করতে দেখে, তারা সাথে সাথে দরজার ঘন্টা বাজাবে অথবা অন্য কোন উপায়ে সহিংসতাকে বাঁধা দিবে। এই ক্যাম্পেইনটি "বেল বাজাও" নামে পরিচিত এবং এর ফলে সহিংসতা এবং অপরাধের বিরুদ্ধে অনেক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে এবং সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। একবার গ্রহণযোগ্যতা পেলে এই ক্যাম্পেইনটি নারীর প্রতি সহিংসতা এবং অপমান জনক আচরণের বিরুদ্ধে নারী পুরুষের একটি স্বাভাবিক জোট গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

সম্পর্কিত লিঙ্কসমূহ-

- Bell Bajao homepage *http://www.bellbajao.org/*.
- Why should men care about domestic violence? *http://bellbajao.org/home/men-for-bell-bajao/*.

৩.২.২. আইনি সংস্কার এবং প্রতিক্রিয়া

নারীর ক্ষমতায়নের অগ্রগতির জন্য জাতীয় সংবিধান, আইনী প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি, সরকারী নিয়ম এবং বাজেটের বিধানসমূহে পরিবর্তন প্রয়োজন হবে। জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিভিন্ন দেশ তাদের বিদ্যমান আইনি কাঠামোর মধ্যে বিশেষ আইন প্রনয়ণ বা বিধানকে অন্তর্ভূক্ত করছে। ভারতে বর্তমানে এমন এক নতুন আইন রয়েছে যা জেন্ডার সহিংসতার শিকারদেরকে তাদের বৈবাহিক স্থান থেকে সম্পত্তির মালিকানা ব্যতিরেকে নির্বাসিত না হওয়ার অধিকার দিয়েছে।[38] একটি গবেষণায় দেখা গেছে ১০০ টি দেশের মধ্যে ৩৮ টি দেশে বিবাহের পর বৈবাহিক ধর্ষন এবং যৌন মামলা ঘটে।[39] এই উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে কিছু দেশে নীতিমালাগুলো পরিবর্তিত হয় নারীর ক্ষমতায়নে বাঁধা প্রদানের জন্য।

[37] Plan International, The State of the World's Girls: So, What About Boys? (2011).

[38] World Bank, Voice and Agency: Empowering Women and Girls for Shared Prosperity (2014). Available from http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Gender/Voice_and_agency_LOWRES.pdf.

[39] bid.

বক্স - ৩. FAO এর আইনী মূল্যায়নের সরঞ্জাম

নারী ও পুরুষের ভূমির অসম প্রবেশাধিকারে বর্তমান অবস্থা নির্ণয় করার জন্য FAO এইটি আইনী মূল্যায়নের সরঞ্জাম (LAT) তৈরী করেছে। LAT সংবিধান সংশোধন; উত্তরাধিকার, জাতীয়তা, সম্পত্তির অধিকার এবং ন্যায়বিচারে জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে কাজ করে। আরও বিশেষভাবে এটি ডিজাইন করা হয়েছে-

- আইনী কাঠামোর মধ্যে নারী -পুরুষের সমতাভিত্তিক জমির মেয়াদকালের জন্য শক্তি, দুর্বলতা এবং সুযোগগুলো তুলে ধরুন।
- আইনের মধ্যে জেন্ডারের পার্থক্যের উৎস সনাক্তকরুণ।
- সংস্কারের যথাযথ কর্মপদ্ধতি নির্ধারনে সহায়তা করুন।

এই সরঞ্জামে জেন্ডার সমতায় ভূমির মেয়াদকালের জন্য ৮টি ক্লাস্টারের মধ্যে শ্রেণীবিন্যাসকৃত প্রায় ৩০টি আইনি সূচক রয়েছে। এগুলো হল-

১. মানবাধিকার সংস্থার অনুমোদন
২. জাতীয় সংবিধানে জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্য দূর করা।
৩. নারীর আইনগত ক্ষমতা সনাক্তকরণ
৪. জাতীয়তার প্রতি শ্রদ্ধার সমান অধিকার
৫. সম্পত্তির অধিকারে জেন্ডার সমতা
৬. উত্তরাধিকারে জেন্ডার সমতা
৭. জেন্ডার ন্যায়সংগত বাস্তবায়ন, বিতর্ক প্রক্রিয়া এবং ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার।
৮. ভূমি আইন প্রয়োগকারী জাতীয় ও স্থানীয় সংস্থায় নারীর অংশগ্রহণ।

বিশ্বব্যাপী ২২টির বেশি দেশে এই মূল্যায়ন করা হয়। LAT সম্পর্কে আরও জানতে ভিজিট করুন- http://www.fao.org/gender-landrights-database/lagislation-assessment-tool/eu/.

৩.২.৩. রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

নীতিমালার মাধ্যমে রাজনৈতিক আসনে নারীর জন্য কোঠা স্থাপন এবং সর্বস্তরে পরিকল্পনা সংস্থাগুলোর নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা এবং প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতিতে আরও নারীদের জড়িত করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা সম্ভব। নারীর প্রতিনিধিত্বকারী এই ধরনের নীতিমালার কারণে, ২০১২ সালে ২৫% সংসদ সদস্য ছিল নারী।[40] নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধির অন্যান্য মাধ্যমগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বের প্রতি নারীর ক্ষমতায়নের জন্য তহবিল নির্ধারণ অন্তর্ভূক্ত। ফিলিপাইনে নারীর সমতা বৃদ্ধির জন্য সাংবিধানিক, বৈধ

[40] Pippa Norris, "Women's Legislative Participation in Western Europe", Western European Politics, vol. 8, no. 4 (1985), pp. 90–101; Richard E. Matland, "Enhancing Women's Political Participation: Legislative Recruitment and Electoral Systems", in Women in Parliament: Beyond Numbers, Julie Ballington and Azza Karam, eds. (Stockholm, International IDEA, 2005), pp. 93-111; and World Bank, Voice and Agency: Empowering Women and Girls for Shared Prosperity (2014). Available from http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Gender/Voice_and_agency_LOWRES.pdf

নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক এবং বাজেটের বিধান রয়েছে।[৪১] নারী রাজনৈতিক নেতারা নারী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বাধাধরা নিয়মকানুন পরিবর্তনে সাহায্য করতে পারে।

৩.২.৪ নারীর জন্য শিক্ষা সেবা উন্নত করা

প্ল্যান ইউকে (UK) অনুযায়ী "শিক্ষার অতিরিক্ত একটি বছর একটি মেয়ের আয় ১০-২০ শতাংশ বৃদ্ধি করে এবং এটি দারিদ্রের চক্র ভেঙ্গে ফেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। শিক্ষিত মেয়ে মানেই নিজেদের এবং তাদের সন্তাদের জন্য একটি ভাল জীবন ও আরও সমৃদ্ধশালী সম্প্রদায়।[42] এটি একটি ভাল কর্মজীবন এবং সর্বোপরি একটি উচ্চবৃত্ত জাতি গড়ে উঠার সুযোগ সৃষ্টি করে।"

একজন কার্যকর সক্রিয়করণকারী হিসেবে, নারী শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাওয়া নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি একটি উন্নত, নমনীয় এবং অংশগ্রহণমূলক পাঠ্যক্রম তৈরি করা প্রয়োজন। ক্ষমতায়নের উপর একটি গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, সুবিন্যাস্ত পরিকল্পিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের জন্য ক্ষমতায়নের একটি ভাল অভিজ্ঞতা সরবরাহ করে।[43]

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত (STEM) ক্ষেত্রে প্রবেশ করার জন্য নারীকে বিশেষ সমর্থন এবং অনুপ্রেরণা দান প্রয়োজন। সাম্প্রতিক গবেষণায় STEM শিক্ষার সাথে নারীর উচ্চ দক্ষতার পারস্পরিক সম্পর্ক পাওয়া গেছে। গবেষণায় কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং প্রকৌশলে নারী স্নাতকদেরকে তাদের ভবিষ্যত রূপায়নে STEM এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং তাদের পেশাগত বেষ্টনীর মধ্যে সর্বোচ্চ উন্নয়নের ক্ষেত্রে জোর দিয়েছে।[44]

গবেষণায় দেখা গেছে, পুরুষের তুলনায় নারীরা নিজ ব্যবসা শুরু করার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী হয়। তারা তাদের ব্যবসায়িক পরিচিতির জন্য নয় বরং নিজেদের পরিবারের বেঁচে থাকার জন্যই তারা এটি করতে চায়। কারণ বর্তমানে চাকরী পাওয়া খুবই দূরহ ব্যাপার এবং অর্থ উপার্জনের আর কোন বিকল্প নেই। উন্নত দেশগুলোর তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে সত্যি। অতএব যেসব নারীরা দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছে এবং অপেক্ষাকৃত কম দক্ষতাসম্পন্ন তাদের জন্য ব্যবসায়িক উদ্যোগকে একটি বিকল্প হিসেবে গন্য করা হয়।[45]

নারীর ক্ষমতায়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, উপার্জনক্ষম নারীদের উপার্জিত অর্থের একটি বড় অংশ তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর কাজে ব্যয় করে। এছাড়াও আর্থিক সুরক্ষার জন্য তারা আরও সম্পদ ক্রয় করার কাজে অর্থ ব্যয় করে।[46] নারীর ব্যবসায়িক উদ্যোগ তাই অনেক নারীর জন্য একটি অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ। এটি দারিদ্র বা আর্থিক অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবেও বিবেচিত হয়।

---

[41] Philippine Commission on Women, "Philippine initiatives to promote women's leadership and political participation". Available from http://pcw.gov.ph/focus-areas/leadership-political-participation/initiatives.

[42] Plan International, The State of the World's Girls 2009: Because I am a Girl – Executive Summary (2009). Available from http://plancanada.ca/downloads/BIAAG/BIAAGSummaryENGLISH2009.pdf.

[43] Jill Sperandio, "Leadership for Adolescent Girls: The Role of Secondary Schools in Uganda", Gender & Development, vol. 8, no. 3 (2010) pp. 57-64.

[44] Syed Ishtiaque Ahmed and others, "Protibadi: A platform for fighting sexual harassment in urban Bangladesh", in Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (2014).

[45] Global Entrepreneurship Monitor, 2010 Report: Women Entrepreneurs Worldwide (2011).

[46] UN Women, Decent Work and Women's Economic Empowerment: Good Policy and Practice (2012).

৩.২.৫ আইসিটির উন্নয়ন

তথ্য প্রযুক্তি (ICT) ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা অসীম। আইসিটিকে অনলাইন ও অফলাইন উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষার সরঞ্জাম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনে এবং নারীদেরকে সর্বজনীন সেবা যেমন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ক সেবা প্রদান বৃদ্ধির জন্য আইসিটি প্রয়োজনীয়। নারীদের বিভিন্ন প্রয়োজন সনাক্তকরণ ও পূরন করতে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সরঞ্জাম তৈরী করা যেতে পারে।

নিম্নোক্ত উপায়ে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে তথ্য প্রযুক্তি অনেক সুযোগ সুবিধা সরবরাহ করতে পারে ঃ

- আইসিটি নির্ভর প্রজেক্টে নারীদের মালিক, ম্যানেজার এবং কর্মচারী হিসেবে ব্যবস্থা ও চাকরীর সুযোগ সৃষ্টি করা।
- নারী পরিচালিত সেবাসমূহকে আরও উন্নত করা (উদাহরণস্বরূপ- স্বাক্ষরতা প্রোগ্রাম, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা কোর্স, আইসিটি প্রশিক্ষণ, বাজার এবং বিক্রয় তথ্য সেবায় প্রবেশাধিকার এবং ই-কমার্স উদ্যোগ)
- আইসিটি খাতে কর্মসংস্থান বা ব্যবসায়িক উদ্যোগে অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করা।

পরবর্তী সেকশনে এর উদাহরণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

নিজেকে যাচাই করুন

- নারীর ক্ষমতায়নে সাহায্য করার জন্য কি করা যেতে পারে ?
- সরকারী ও বেসরকারী অফিসে নারী-পুরুষের বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদে নমনীয় কাজের সময় ও সুযোগ প্রদানের জন্য উৎসাহিত করা কি সম্ভব ?
- নারীর ক্ষমতায়নে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বজনীন সেবা প্রদান কতটা কঠিন ?
- কিভাবে নির্দিষ্ট নারী এবং অন্যান্য প্রান্তিক গ্রুপ আইসিটির সদ্ব্যবহার করতে পারে?

মূল বিষয়সমূহ

- পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী এবং যারা আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।
- যেসব নারীরা বৈষম্যের কারণে উন্নয়নে পরোক্ষ ভাবে কাজ করে, তারা সর্বজনীন সেবা সমূহের উপকারিতা ভোগ করতে পারেনা। এমনকি প্রায়শই সহিংসতার শিকার হয়।
- নারীদেরকে উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় সমর্থন করতে হবে যেন তারা নিজেদের মাঝে ব্যবসায় বিনিয়োগের প্রচার, সেই সাথে আইসিটির উপকারিকাতে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

৪. কিভাবে তথ্য প্রযুক্তি নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তা সক্ষম করে?

নারীর ক্ষমতায়নকে সক্রিয় করার জন্য অনেক সুযোগ আছে যারা সমন্বিতভাবে একই লক্ষ্যে কাজ করতে পারে। তাদের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তি হল অন্যতম চালিকা শক্তি যা নারীর ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টাকে সহায়ত প্রদার করে। উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশগুলোতেই নতুন প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং মোবাইল ফোন ও সামাজিক যোগোযোগ মাধ্যমের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে আইসিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী হিসেবে পরিণত হয়েছে যা নারীদেরকে বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে আরও সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী হওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। কিভাবে তথ্য প্রযুক্তি নারীর ক্ষমতায়নকে প্রচার ও সক্রিয় করে তা এই সেকশনে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশিক্ষনের ফলাফল

তথ্য প্রযুক্তি নারীর ক্ষমতায়নকে কিভাবে সাহায্য করে তার উদাহরণ দিন।

৪.১ আইসিটি কি?

আইসিটি বলতে যেকোন কিছু তৈরি, হস্তান্তরকরণ, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, প্রেরণ ও গ্রহণের সমস্ত প্রযুক্তিকে বোঝায়। আইসিটি একটি বিস্তৃত মাল্টিমিডিয়া ও যোগাযোগ সরঞ্জামকে নির্দেশ করে। পুরানো মাধ্যমে সমূহ (নির্দিষ্ট অথবা তারহীন ইন্টারনেট), হার্ডওয়্যার (কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট ইত্যাদি) এবং সফটওয়্যার (সামাজিক যোগযোগ সেবা, মাল্টিমিডিয়া অ্যাপ্লিকেশন, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ইত্যাদি) ।[47]

১৯৯০ দশকের শেষের দিকে, আইসিটির উত্থান জনগণের জীবনযাত্রা, কাজ, সামাজিকীকরণ এবং রাজনৈতিক বিষয়ে অংশগ্রহণের উপায়কে পরিবর্তিত করেছে। সম্প্রতি, উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে সাথে প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতেও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এমনকি, ২০১৫ সালের শেষ নাগাদ বিশ্বব্যাপী সাত বিলিয়ন মোবাইল ফোন সাবস্ক্রিপশন ছিল এবং গত কয়েক বছরে উন্নয়নশীল দেশেগুলোতে এই সংখ্যা বৃহৎ আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ৩.২ বিলিয়ন মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করছে যার মধ্যে ২ বিলিয়ন মানুষ উন্নয়নশীল দেশের।[48]

আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধি উদ্ভাবনী সেবা এবং পরিবর্তনের জন্য একটি নতুন ধারণার প্রস্তাব। যেমন ঃ মোবাইল ফোন শুধুমাত্র বন্ধ ও পরিবারের সাথে কথা বলার কাজেই ব্যবহৃত হয় না। এটি দিয়ে বিভিন্ন তথ্যের অনুসন্ধান, ই-মেইল ও ছবি বিনিময় এবং এমনকি কেনাকাটার ক্ষেত্রে অর্থ প্রদানেও ব্যবহার করা হয়।

ফেসবুক ও টুইটারের মত সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক দ্বারা মানুষের সাথে যোগাযোগ, খবর আদান-প্রদান, ব্যবসায় প্রচার এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণের একটি নতুন প্ল্যাটফর্ম তৈরী হয়েছে।

[47] UN-APCICT, Module 1: The Linkage between ICT Applications and Meaningful Development, Academy of ICT Essentials for Government Leaders, 2nd ed. (Incheon, 2011). Available from http://www.unapcict.org/academy.

[48] ITU, "ICT Facts and Figures: The World in 2015", May 2015. Available from https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/ facts/ICTFactsFigures2015.pdf.

করণীয়

সহকর্মীদের সাথে বা এককভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করুন ঃ

- ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামস নেটওয়ার্ক রেডিনেস ইনডেক্স এ আপনার দেশ বর্তমানে কত নম্বরে আছে ?দেখুন ঃ http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2015/network-readihen-index/
  - ➢ উন্নয়নের কোন সুযোগ কি আছে ? যদি হ্যাঁ হয়, তবে, কিভাবে?

৪.২ নারীর ক্ষমতায়নের জন্য আইসিটির সুযোগ সুবিধাসমূহ

৪.২.১ উন্নত যোগাযোগ এবং তথ্য প্রাপ্তি

আইসিটি নারীদেরকে তাদের পরিবার ও বন্ধুদের সাথে এবং ব্যবসার গ্রাহক ও সরবরাহকারীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও বজায় রাখার একটি সুলভ উপায়। গবেষণায় দেখা গেছে যে নারীদের পরিবার ও বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ নির্ভর করে তাদের অবস্থানগত দূরত্বের উপর।[49]

উদাহরণস্বরূপ, চীনে অনেক অল্পবয়সী নারী তাদের গ্রামের বাড়ি ছেড়ে বিভিন্ন কারখানায় কাজের জন্য শহরে যায়। বেশ কিছু গবেষক দেখিয়েছেন যে, মোবাইল ফোন ব্যবহার করে এসব নারীরা গ্রামে থাকা পরিবারের সাথে এবং অন্যান্য নারীদের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করে যারা নিজের পরিবার ছেড়ে এসেছে। অন্য দৃষ্টান্তে ভারতের কেরালার মৎস্যজীবী নারীরা যখন মাছ ধরার জন্য ভ্রমন করে তখন পরিবারের সাথে যোগাযোগ করার জন্য মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা এবং স্থানীয় বাজারের বৈশ্বিকীকরণের প্রেক্ষাপটে তাদের ভ্রমন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের অর্থনৈতিক বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য করার ব্যাপারে মোবাইল ফোন তাদের সাহায্য করেছে।

যোগাযোগের পাশাপাশি আইসিটি তথ্য ও জ্ঞান সম্পদে কার্যকর প্রবেশাধিকার দেয় যা নারীর নির্দিষ্ট প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। যেমন- মাতৃত্বকালীন যত্ন, শিশু যত্ন, শিক্ষা এবং কৃষি। একটি ব্যবহারকারী কেন্দ্রিক আইসিটি সমাধান "কৃষি মিত্র" ভারতে নিম্ন শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত গ্রামীন কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতা বৃদ্ধির সুবিধা প্রদান করে। এটিকে আক্ষরিক অর্থেই 'কৃষি বন্ধু' নামে অনুবাদ করা হয়েছে। আইসিটি সমাধানের ইউজার ইন্টারফেসটি দ্বারা গ্রামীন কৃষকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছে। এই সমাধান কৃষক ও কৃষি বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অংশগ্রহণ মূলক সম্পর্ক রক্ষা করে।[50]

---

[49] S. N. Amin, V. Ganepola, F. Hussain, S. Kaiser and M. Mostafa, "Impact of conducting gender research on the researchers in the context of Muslim communities in developing countries", in Journal Advances in Gender Research: Special Issue on "At the Centre: Feminism, Social Science and Knowledge", vol. 20., M.T. Segal, ed. (Emerald, USA, 2015); and Rachel Masika and Savita Bailur, "Negotiating Women's Agency through ICTs: A Comparative Study of Uganda and India", in Gender Technology and Development, vol. 19, no. 1 (March 2015), pp. 43-69.

[50] Rajasee Rege and Shubhada Nagarkar, "Krishi-Mitra: Case Study of a User-centric ICT Solution for Semi-literate and Illiterate Farmers in India", The Chartered Institute for IT, 2010. Available from http://ewic.bcs.org/content/ConWebDoc/35776.

কেস স্ট্যাডি-৬

‘তাজিকমামা’ এর প্রতিষ্ঠাতা, নাশিবাখোন আমিনোভার স্বাক্ষাৎকার

নাশিবাখোন আমিনোভা ; বয়স ৩৬, ‘তাজিকমামা টিজে’ এর প্রতিষ্ঠাতা। এটি তাজিকিস্তানের বাবা মায়েদের জন্য অনলাইনে পিতামাতার দক্ষতা বা শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করে। বর্তমানে তাজিকমামা এর ফেসবুক গ্রুপে ৮৫০০ এরও বেশি সদস্য রয়েছে।

তাজিকমামা প্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ কি ছিল?

পাঁচ বছর মস্কোতে বসবাস করার পর, আমি তাজিকিস্তানে ফিরে আসি। আমাদের ছেলেদের একটি ভাল স্কুল খোঁজা আমার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। রাশিয়াতে অনলাইনে নারীদের একটি বড় সম্প্রদায় ছিল যারা পিতামাতার দক্ষতা বিষয়ে একে অপরকে সহায়তা করে। অপরপক্ষে এখানে আমি অনলাইনে এমন কোন সূত্র পাইনি।

আপনি কিভাবে তাজিকমামা শুরু করলেন?

২০১২ সালের মার্চ মাসে বন্ধু ও পরিচিতদের ছোট একটি দল নিয়ে আমি ফেসবুকে একটি গ্রুপ খুললাম। শুরুতে আমরা ২৫ জন ছিলাম। আমরা একে অপরকে বিভিন্ন তথ্য, পরামর্শ বিভিন্ন স্কুল ও কিন্ডারগার্ডেন এর নাম ও ঠিকানা ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করতাম। দুই মাস পর আমি তাজিকমামা ওয়েবসাইট (http://www.tajikmama.tj) চালু করি যেন যারা ফেসবুক ব্যবহার করেনা তারাও তথ্য পেতে পারে। এটি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তথ্যের পরিমানও বেড়েছে এবং শুধু পিতামাতাই নয়, আরও অনেকে আমার গ্রুপে যোগ দিয়েছে যেমন, ভবিষ্যত পিতামাতা, দাদা-দাদী, পৌর সরকারী কর্মকর্তা ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

কিভাবে আপনি ব্যবসার জন্য তহবিল সংগ্রহ করেন?

প্রাথমিক ভাবে আমার নিজের ও বন্ধুদের কাছ থেকে অনুদান নিয়ে শুরু করি। এখন আমি ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন দিই। যা থেকে তহবিল লাভ করি। এছাড়াও আমি নিয়মিত দাতব্য কার্যক্রম এবং পিতামাতা ও সন্তানদের জন্য অনুষ্ঠান আয়োজন করি। যেমন “হ্যান্ডমেড তাজিকমামা” যা প্রসূতি নারী এবং গৃহিনীদেরকে তাদের হস্তনির্মিত পণ্য বিক্রি করার একটি প্লাটফম দেয়।

কেন তাজিকমামা অন্যান্য ই-ব্যবসা থেকে ভিন্ন?

তাজিকমামা সমস্ত পিতামাতাকে একসাথে যুক্ত করে। আমরা উকিল, ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়ার হতে পারি। কিন্তু সেই সাথে আমরা আমাদের সন্তানদের পিতা-মাতা। এই ওয়েবসাইট স্কুল বিষয়ক তথ্য সরবরাহ করে যা পিতামাতার জন্য খুবই উপকারী।

উচ্চাকাঙ্খী নারী উদ্যোক্তাদের আপনি কি পরামর্শ দিবেন?
যা আপনি করতে পছন্দ করেন সেটিই করুন। আপনি যদি পছন্দ করে কাজ না করেন তাহলে সফল হতে পারবেন না। আপনি যদি নিশ্চিত থাকেন যে আপনি একটি ভাল কাজ করছেন এবং এটি আপনার ও আশেপাশের মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে, তাহলেই আপনি সমাজে অনেক বড় পবির্তন আনতে পারবেন।

৪.২.২ জনসেবা প্রাপ্তি

যেহেতু আইসিটি সময় ও দূরত্ব নির্বিশেষে তথ্য ও সেবা সরবরাহ করতে সক্ষম; এটি অনলাইন বা মোবাইল মিডিয়ার মাধ্যমে অপরিহার্য জনসেবা যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং আর্থিক সেবা প্রদান করতে পারে। বিভিন্ন ধরনের সেবা যেমন কর, জমির রেজিস্ট্রেশন, পাসপোর্টের আবেদন এবং অন্যান্য সরকারী সেবাসমূহ আরও দক্ষতার সাথে আইসিটি ব্যবহার করে সম্পন্ন করা যায় যাতে নারীদের জীবন আরও সহজতর হয়।

ইউনেস্কো এবং নোকিয়া নারী ও মেয়ে শিশুদের ক্ষমতায়নে সাহায্য করার জন্য একটি মোবাইল লার্নিং প্রোগ্রাম চালু করেছে। মোবাইল হ্যান্ডসেট এবং এসএমএস এর মাধ্যমে প্রোগ্রামটি নারী ও মেয়ে শিশুদের তাদের নিজস্ব জীবন পরিচালনার জন্য শিক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করে।

স্বাস্থ্যসেবা প্রধান উন্নয়ন খাতগুলোর মধ্যে একটি এবং এ খাতে আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে।
প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যক্তিগত উভয় পর্যায়ে চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য বজায় রাখতে, স্বাস্থ্যসেবাগুলোর মধ্যে যোগাযোগ নিশ্চিত করতে এবং চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি করতে আইসিটি ব্যবহার করা হয়। উন্নয়নশীল দেশের গ্রামীন নারীরা স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে আইসিটি ব্যবহার করে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, ইন্দোশিয়াতে আচেহ বেসার মিডওয়াইফ উইথ মোবাইল ফোন প্রোগ্রাম সহজলভ্য আইসিটি সলিউশন ব্যবহার করে মাতৃত্ব ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য সমাধান প্রদান করে। এই প্রোগ্রামে মাঠ পর্যায়ে ধাত্রীদের মেবাইল ফোন সরবরাহ করার বিশেষ সিস্টেম আছে। এই সিস্টেমে রোগীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যগুলো কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ সংরক্ষণ ও আপডেট করা যায়। অধিকন্তু এটি ধাত্রী ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের মধ্যে যোগাযোগের সুবিধা প্রধান করে। ভারতে প্রজেকশন হেলথ হল এমন একটি উদ্যোগ যা মাতৃত্ব ও শিশুদের স্বাস্থ্য বিষয়ে অডিও ভিজুয়াল সামগ্রী তৈরী করে। এগুলো পরবর্তীতে সকলের মাঝে বিতরণ করা হয। এই প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য আইসিটির মাধ্যমে নারীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পৌছানো যেন তারা স্বাস্থ্যসেবায় নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে পারে।[51] কেস স্ট্যাডি ৭ এ মায়ানমার মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আরেকটি স্বাস্থ্য সেবা প্রদান বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে।

[51] PATH, “Maternal and Child Health and Nutrition Global Program”. Available from http://sites.path.org/mchn/our-projects/maternal-and-newborn-health/projecting-health/.

কেস স্ট্যাডি ৭

ওরেডুর মেমে অ্যাপ, মায়ানমার[52]

মেমে অ্যাপ কি?

মেমে মায়ানমারের মোবাইল টেলিকম অপারেটর ওরেডু দ্বারা পরিচালিত একটি মোবাইল ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা যা প্রসুতির যত্নের ব্যাপারে তথ্য দিয়ে থাকে। ২০১৪ সালে চালুকৃত মেমে (স্থানীয় ভাষায় 'মা') মোবাইল ফোনের মাধ্যমে গর্ভবতী মহিলাদের প্রয়োজনীয় তথ্য এবং শিশুর যত্ন স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক তথ্য সরবরাহ করে। ওরেডু, গ্লোবাল অ্যাসোসিয়েশন অফ মোবাইল অপারেটর (GSMA), পপুলেশন সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনাল (PSI) এবং কেকোইটেক এই প্রোগ্রামটি তৈরি করেছে। এটি জিএসএমএ কালেক্টেড ওম্যান প্রোগ্রাম, ইউনাইটেড স্টেটস এজন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট, ইউনাইটেড নেশন এবং শেরী ব্লেয়ার ফাউন্ডেশন ফর উইমেন এর সাথেও অংশীদার।

এটি কিভাবে কাজ করে?

বর্তমানে মায়ানমারে মাতৃমৃত্যু সম্পর্কিত অনেকগুলো সমস্যা রয়েছে যার মধ্যে উচ্চতর শিশু এবং মাতৃমুত্যুর হার এবং শিশুর অপুষ্টি উল্লেখযোগ্য। ৭০ শতাংশেরও বেশি শিশুর জন্ম হয় পেশাদারী চিকিৎসা সেবায় এবং শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কে পিতামাতার কোন জ্ঞান ছাড়াই। এই সমস্যা সমাধানের জন্য মায়ামে অ্যাপ্লিকেশন নিম্নলিখিত সেবা প্রদান করে-

- **মাতৃ স্বাস্থ্য পরামর্শ বিজ্ঞপ্তি**- ব্যবহারকারীর গর্ভাবস্থার পর্যায় অনুযায়ী প্রতি সপ্তাহে তিনটি মাতৃত্বের স্বাস্থ্য পরামর্শ প্রদান।
- **ডাক্তার লোকেটার সেবা** -এ্যাপটি ব্যবহারকারীদের জিপিএস অবস্থান এবং বার্মিজ স্বাস্থ্যসেবার পেশাদারদের ডাটাবেস ব্যবহার করে এবং গুগল ম্যাপের মাধ্যমে নিকটতম স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের তথ্য ও অবস্থান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে।
- **ব্যবহারকারীদের প্রোফাইল** - এই অ্যাপের ব্যবহারকারী নারীদের তাদের শেষ মাসিকের তারিখ অ্যাপে দিতে হবে। এতে তারা গর্ভাবস্থার বিভিন্ন ধাপে এসএমএস পাবে। সেই সাথে গর্ভাবস্থায় করণীয় বিষয় সম্পর্কে এসএমএস পাবে। ব্যবহারকারীরা চাইলে এই অপশন বন্ধ করে দিতে পারে।

[52] GSMA, "Connected Women Programme". Available from http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programmes/connected-women.

এই তথ্যটি নির্ভরযোগ্য কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য মোবাইল অ্যালায়্যান্স ফর ম্যাটারন্যাল অ্যাকশন থেকে উপদেশ নেয়া হয় এবং মায়ানমারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দ্বারা তা অনুমোদিত হয়। মায়ানমারের ডাক্তারদের থেকে প্রাপ্ত এইসব তথ্য বিনামূল্যে IOS ও অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ডাউনলোড করে ব্যবহার করা যাবে।

৪.২.৩ আর্থ সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ

বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের জন্য আইসিটি অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। ইন্টারনেট, তারবিহীন যোগাযোগ এবং অন্যান্য প্রযুক্তি বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যার ক্ষমতায়ন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পণ্য উন্নত জীবন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সাহায্য করেছে। আর্থ সামাজিক উন্নয়নে পুরুষের তুলনায় নারীর জন্য তথ্য প্রযুক্তি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি অনলাইনে নারী এবং মেয়েদের উপস্থিতির পরিমান দ্বিগুণ হলে তা উন্নয়শীল দেশগুলো জিডিপি বাড়তি ১৩ বিলিয়ন থেকে ১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৃদ্ধি করতে পারে। এটি আনুমানিক ৫০ থেকে ৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত নতুন প্লাটফর্ম বিক্রয় ও নেটওয়ার্ক বাজারে আনবে।[53] উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বজুড়ে ইন্টারনেটের ব্যবহার নারীদের আয় বৃদ্ধি করতে পারে। ইনটেলের সাম্প্রতিক একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় অর্ধেক নারী চাকরি অনুসন্ধানের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করে এবং প্রায় ৩০ শতাংশ নারী ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা অনলাইনে অতিরিক্ত উপার্জন করছে।[54] ভারতের একজন উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন ইন্টারনেটের কারণে তিনি বিশ্বব্যাপী ফ্রিল্যান্সিং করতে পারছেন।

ইন্দোনেশিয়ার নারী উদ্যোক্তাদের আইসিটির মাধ্যমে সহায়তা করার জন্য শেরী ব্লেয়ার ফাউন্ডেশন ফর উইমেন একটি সেবা চালু করেছে। এতে অর্থনৈতিক সহায়তা দিয়েছে উসাহা ওয়ানিতা মোবাইল সার্ভিস। এই সেবাটি নারী উদ্যোক্তাদের খরচ কমিয়ে ব্যবসা পরিচালনার দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। বিস্তারিত তথ্য কেস স্ট্যাডি ৮ এ দেয়া হল।

[53] Intel Corporation, Women and the Web (2012). Available from http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/pdf/women-and-the-web.pdf.
[54] Ibid.

কেস স্ট্যাডি ৮

উসাহা ওয়ানিতা মোবাইল সার্ভিস ইন্দোনেশিয়া[55]

এটা কি?

২০১২ সালে ইন্দোনেশিয়াতে এক্সোনমোবিল ফাউন্ডেশন, নোকিয়া এবং ইনডোস্যাট এর অংশীদারিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় উসাহা ওয়াতি মোবাইল সার্ভিস। ইন্দোনেসিয়ার ভাষায় উসাহা ওয়ানিতা নারী ব্যবসায়ী। ইন্দোনেশিয়াতে বিভিন্ন গবেষণায় নারী উদ্যোক্তাদের নানা রকম বাঁধার সম্মুখীন হতে দেখা যায়। এই সেবাটি তাদের নির্দিষ্ট বাধাগুলো দূর করতে ব্যবসায়িক পরামর্শ এবং বাজার বিষয়ক তথ্য দিয়ে থাকে মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে। উসাহা ওয়ানিতা; মারসি করপস ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে মিলিত ভাবে ২০০০ নারীদের ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষ দিয়েছে।

প্রভাব

উসাহা ওয়ানিতা মোবাইল সার্ভিস ১৪০০০ এরও বেশি ইন্দোনেশিয়ান নারীর কাছে সেবা পৌছে দেয়। পূর্বে এটি নাইজেরিয়া ও তানজানিয়ার ১০০০০০ এরও বেশি নারীকে সেবা দিয়েছে। এটি গ্লোবাল টেলিকমস বিজনেস ২০১৬ অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে বেষ্ট কনজিউমার ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। উসাহা ওয়ানিতা ইন্ডোসাট এর নারী কেন্দ্রীয় মোবাইল উদ্যোগ - ইনফো উওয়ানিতা এর পরিপূরক তথ্য সরবরাহ করে যার মধ্যে রয়েছে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা, স্বাস্থ্য এবং শিশু যত্ন বিষয়ক তথ্য সমূহ।
আইসিটির ব্যবহার সময় এবং অর্থ বাঁচায়। গ্রাম ও শহর উভয় এলাকায় আইসিটি অনেক সময় সাপেক্ষ কাজকে সহজ করে দিয়েছে। (যেমন- দীর্ঘ দূরত্বে বিভিন্ন কাগজপত্র পাঠানো, বিল প্রদান, চাকরি অনুসন্ধান ইত্যাদি) যেসব করতে পূর্বে অনেক সময় লাগত। বর্তমানে ছোট মাঝারি ও বড় ব্যবসাগুলো আইসিটি ব্যবহার করে বর্তমান গ্রাহকদের কাছে পৌছানোর জন্য, নিজেদের পণ্যের স্থায়ীকরণ ও প্রচার এবং নতুন গ্রাহকদের কাছে পৌছানোর জন্য। এখনও দৈনন্দিন কাজে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক অসঙ্গতি রয়েছে।

[55] Cherie Blair Foundation for Women, “Usaha Wanita Moible Service in Indonesia”. Available from http://www.cherieblairfoundation.org/usaha-wanita-mobile-service-in-indonesia/.

৪.২.৪ রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ

নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের গুরুত্বপূর্ণ মাত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম হল রাজনৈতিক সচেতনতা এবং নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। বর্তমানে, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে আইসিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে নারীদের অনলাইন উপস্থিতি বৃদ্ধির ফলে অনেক রাজনৈতিক আন্দোলন অনুষ্ঠিত ও সমর্থিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আধিপত্য বিস্তার, মিশর, বাহরাইন ও তিউনিসিয়াতে আরব বসন্ত আন্দোলন এবং বাংলাদেশে শাহবাগের আন্দোলনে অনলাইন ও অফলাইনে হাজার হাজার নারী অংশগ্রহণ করেছে।[56]

জেন্ডার গবেষকগণ দেখেছেন যে নতুন মাধ্যমগুলোর (যেমন-সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপস) নারীদের আর্থসামাজিক পটভূমি বিবেচনা না করেই তাদেরকে সাহায্য করে।[57] আইসিটি নারীদেরকে বিভিন্ন সামাজিক বিষয়গুলোর বিপক্ষে নিজেদের মতামত প্রকাশের একটি প্ল্যাটফর্ম দিয়েছে। "প্রযুক্তির কাছে ফিরে যাওয়া" (Take back the tech) হল একটি বিশ্বব্যাপী ক্যাম্পেইন যা নারী ও আইসিটির বিপক্ষের সহিৎসতাকে তুলে ধরে। এই ক্যাম্পেইনে অনলাইন অথবা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নারীরা যেসব সহিংসতার স্বীকার হয় তার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। এই সব সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন সম্মিলিত প্রচেষ্টা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্যাম্পেইন এই প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কেও শেখায়। এশিয়া মহাদেশে 'প্রযুক্তির কাছে ফিরে যাওয়া' ইভেন্টটি অন্তত ৯টি দেশে (অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইন ও শ্রীলঙ্কা) আয়োজিত হয়েছে। এই ইভেন্টগুলোতে নারীর অধিকার এবং আইসিটি প্রতিষ্ঠানগুলো সহায়তা করছে।[58]

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অনলাইনে রাজনৈতিক তথ্য প্রাপ্তির বিষয়ে জেন্ডার বৈষম্য কমছে। পিউ রিসার্চ সেন্টারের ২০১০ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজনৈতিক প্রচারণা ও নির্বাচনের খবর প্রচারের কাজে ২৫% পুরুষ এবং ২৪% নারী ইন্টারনেট ব্যবহার করে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাংসদের উপর সাম্প্রতিক এক গবেষণায় পাওয়া গেছে যে নারী রাজনীতিবিদদেরকে আরও সক্রিয় ভাবে জনগনের কাছে নিজেদের বার্তা পৌছে দেয়াতে আইসিটি সহায়তা করে। এটি প্রথাগত যোগাযোগ মাধ্যমগুলো এবং এর সাথে সম্পর্কিত বাধা সমূহ দূর করে। এসব বাধাসমূহ নারী রাজনীতিবিদদের পেশার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

আইসিটি এবং সোশ্যাল মিডিয়া নারীদেরকে রাজনীতিতে আরও বেশি জড়িত হওয়ায় উৎসাহিত করে এবং প্রথাগত মিডিয়াগুলোতে অবহেলিত বিষয়গুলোকে আলোচনায় আনতে সাহায্য করে। দক্ষিণ এশিয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায় আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের নারীরা আইসিটিকে বাইরের জগতের জানালা হিসাবে মনে করে, এটি তাদের কাছে এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে তারা

[56] Rupak Bhatta, "The Shahbag Generation of Bangladesh", The Assam Chronicle, 24 September 2014. Available from http:// assamchronicle.com/news/shahbag-generation-bangladesh

[57] Thomas L. Friedman, The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century (New York, Farrar, Straus and Giroux, 2005).

[58] Take Back the Tech, "Asia". Available from https://www.takebackthetech.net/region/asia

নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। আইসিটি তাদেরকে নিজস্ব স্থান তৈরি করে আর্থসামাজিক বিষয়ে তাদের চিন্তাধারা প্রকাশ করতে সাহায্য করে।[59]

করণীয়

সহকর্মীদের সাথে অথবা এককভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করেন-

- আপনার এলাকায় /দেশে আইসিটি কি কি উপায়ে নারীকে তাদের ক্ষমতায়নে সাহায্য করতে পারে?
- আপনার এলাকায় আইসিটি কোন কোন বিশেষ পদ্ধতিতে নারীকে ব্যবসায়িক উদ্যোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণে সাহায্য করতে পারে?

৪.৩ নারীদের আইসিটি ব্যবহারের চ্যালেঞ্জসমূহ

নারীরা আইসিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক দূর্ভোগ পোহাচ্ছে। নারীরা পুরুষের তুলনায় গড়ে ২৫ শতাংশ কম আইসিটি ব্যবহার করে। একই অবস্থা দেখা যায় দক্ষিণ এশিয়া, মধ্য প্রাচ্য, সাব সাহারান আফ্রিকা এবং উত্তর আফ্রিকাতে। ডিজিটাল বিভাগ বলতে প্রাপ্রতা, প্রবেশাধিকার, ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতা এবং আইসিটি অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন জনগনের গ্রুপকে বুঝায়। বর্তমানে বিশ্ব জনসংখ্যার মাত্র ১৫ শতাংশ মানুষ ব্রডব্যান্ড সেবার ব্যয়ভার বহন করতে পারে। বিশ্বব্যাপী ৮০ শতাংশ মানুষ বহুল ব্যবহৃত আইসিটি অ্যাপ্লিকেশন মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী এখনও ২ বিলিয়ন মানুষের নিজস্ব ফোন নেই এবং প্রায় ৬০% মানুষ অনলাইনের সাথে যুক্ত নয়।

এটি অনেকাংশে টেলিকমিউনিকেশন কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত (উদাহরন- ব্রডব্যান্ড অথবা মোবাইল নেটওয়ার্ক ও অ্যান্টেনা) বিশেষ করে গ্রামীন জনগনের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এমনকি যেসব এলাকায় নেটওয়ার্ক সহজপ্রাপ্য, সেইসব এলাকাতেও প্রচুর খরচের জন্য অনেক ব্যবহারকারীদের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি বড় বাঁধা। বিশেষ করে প্রান্তিক অঞ্চলের নারী ও বয়স্ক লোকেরা ব্যয়বহুল হওয়ায় আইসিটির উচ্চতর ব্যবহার করতে পারে না। ইনটেলের ওমেন অ্যান্ড ওয়েব এ পাওয়া গেছে "বর্তমান ব্যবহারকারী এবং সেই সাথে যারা এখনো অনলাইনে নেই তাদের জন্য ক্রয়ক্ষমতা একটি বড় বাধা। যদিও অন্যান্য জেন্ডার নির্দিষ্ট বাঁধাসমূহের রিপোর্টই বেশি ঘনঘন পাওয়া যায়, তবে অর্থনৈতিক বাঁধার শিকারও নারীরাই বেশি হয়।"
তথ্য সংরক্ষণ ও অন্যদের মাঝে বিস্তারের ক্ষেত্রে সংযোগ বৃদ্ধি সমতা আনতে পারে। উন্নয়নশীল এলাকাগুলো অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় ইন্টারনেট নেটওয়ার্কে প্রবেশাধিকার অনেক কম, ব্যবহারকারীদের প্রস্তুতকৃত গুগলের অনলাইন উপাদানসমূহের মধ্যে ৮৫ শতাংশ আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং ইউরোপ থেকে।[60]

এছাড়া, সাম্প্রতিক রিপোর্টে দেখা গেছে ভারতর্ষ ও মিসরে প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে একজন নারী ইন্টারনেটকে নিজেদের জন্য অনুপযোগী বলে মনে করে। তারা মনে করে অনলাইন ভিত্তিক কাজ তাদের এবং তাদের পরিবারের জন্য উপকারী নয়। অনেক সমাজেই নারীদের তথ্য প্রযুক্তিতে কম দক্ষ বলে মনে করা হয়। এই

[59] Jennifer L. Solotaroff and Rohini Prabha Pande, Violence against Women and Girls: Lessons from South Asia (Washington, D.C., World Bank, 2014). Available from https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/20153/9781464801716.pdf.

[60] Intel Corporation, Women and the Web (2012). Available from http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/pdf/women-and-the-web.pdf.

ধরনের বাঁধাধরা চিন্তাভাবনার কারণে নারীরা কর্মক্ষেত্র, একাডেমিক কাজ এবং অন্যান্য সর্বজনীন সেবা প্রাপ্তির স্থানে কম সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে।[61]

যদিও আইসিটি নারীকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়নে সাহায্য করছে, কিন্তু বিভিন্ন আইসিটি এ্যাপ্লিকেশন এবং এ প্রভাবের কারণে অনেক হুমকির সম্মুখীনও হতে হয়। সারা বিশ্ব জুড়ে নারীর প্রতি অনলাইন সহিংসতা বেড়েই চলেছে। উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় দেশেই নারীরা বিভিন্ন অনলাইন ব্ল্যাকমেইল, প্রতিশোধমূলক পর্ণগ্রাফী তৈরি, সাইবার স্টাকিং এবং অনলাইন কার্যক্রম যা শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির কারণ হচ্ছে। সাধারণ জনগনের এধরনের ঘটনার ফলাফল আরও খারাপ হচ্ছে।[62] এমনকি অনেক দেশে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে নারীদেরকে বিভিন্ন আইসিটি অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার থেকে বিরত রাখা হয়।[63]

অনলাইন ব্যবহারের দূর্বল নীতি, আইসিটি নীতি এবং সাইবার আইন নারী আইসিটি ব্যবহারকারীদের জন্য নিরাপত্তাহীন অবস্থার সৃষ্টি করেছে। দূর্বল নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পিছনের মূল কারণ ভাল তথ্যের অভাব।[64] বিশেষ করে সরকারের কাছে জেন্ডার বিষয়ক হালনাগাদকৃত তথ্য থাকতে হবে যা পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী কাজে সাহায্য করে।[65]
কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনলাইন ব্ল্যাকমেলিং, প্রতিশোধমূলক পর্ণগ্রাফী এবং অন্যান্য অপরাধের সঠিক শাস্তির ব্যবস্থা না থাকায় বিদ্যমান আইনগুলো অকেজো রয়ে যায়।[66]

[61] Syed Ishtiaque Ahmed and others, “Protibadi: A platform for fighting sexual harassment in urban Bangladesh”, in Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (2014
[62] Intel Corporation, Women and the Web (2012). Available from http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/pdf/women-and-the-web.pdf.
[63] Ibid.
[64] Ibid.
[65] Ibid.

নিজেকে যাচাই করুন

- নারীদের জন্য কোন ধরনের আইসিটি অ্যাপ্লিকেশন উপকারী ?
- অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং পরবর্তীতে ক্ষমতায়নের জন্য নারীরা কিভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে?
- নারীদের আইসিটি ব্যবহারের চ্যালেঞ্জগুলো কি কি ? এ ধরনের বাধাগুলো কিভাবে অতিক্রম করা যাবে?

মূলবার্তা

- সামাজিক রূপান্তরকে সহায়তা করার জন্য আইসিটি ব্যবহার করা যায় ও শেষ পর্যন্ত নারী পুরুষের ক্ষমতায়নে এটি সাহায্য করে।
- নারীর ক্ষমতায়নে আইসিটির উপকারীতা হল- এটি তথ্য, জনসাধারণের সেবা প্রদান, এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রবেশাধিকারকে উন্নত করতে পারে।
- আর্থ সামাজিক কারণগুলো নারীদের সক্রিয়ভাবে আইসিটি ব্যবহার করে তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে সাহায্য করে।

৫. সারাংশ

এই মডিউলে নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সাম্প্রতিক গবেষণা এবং উদাহরণ- চ্যালেঞ্জ ও সুযোগের সাথে সম্পর্কিত ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় সদ্য গৃহীত এসডিজির সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। মডিউলের তিনটি বিভাগে তিনটি মূল বিষয় যেমন- সামাজিক অর্থনৈতিক উপাদান, নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন এবং এসডিজি অর্জনে আইসিটির ভূমিকা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গবেষণার ফলাফলে পাওয়া যায় যে, আইসিটি নারীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে ক্ষমতায়ন প্রদান করতে পারে। আইসিটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করেছে। "মডিউল C2 ঃ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আইসিটির সক্রিয় ভূমিকা" নারী উদ্যোক্তাদের সফলতার জন্য সহায়তাকারী প্রক্রিয়াকে আরও অনুসন্ধান করে এবং এভাবেই সামগ্রিক ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখবে।

পরিশিষ্ট

প্রশিক্ষকদের জন্য নোট

মডিউল C 1 ঃ নারীর ক্ষমতায়ন এসডিজি এবং আইসিটিকে বিভিন্ন ধরনের শ্রোতা (উদ্যোক্তা এবং নীতি নির্ধারক) এবং বিভিন্ন দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা চিন্তা করে ডিজাইন করা হয়েছে । এটি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে, ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায়, অনলাইনে কিংবা অফলাইনে উপস্থাপন করার উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে। এটি একক বা দলীয়ভাবে, প্রশিক্ষণদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী অফিসে পাঠ করা যেতে পারে। অংশগ্রহণকারীদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং প্রশিক্ষণ সেশন এর সময়কালের উপর নির্ভর করে মডিউলের বিষয়বস্তুর বিস্তারিত উপস্থাপন করতে হবে। নিম্নোক্ত নোটগুলো প্রশিক্ষকদের মডিউলের বিষয়বস্তু আরও কার্যকরভাবে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে পরামর্শ ও উপদেশ দিবে।

বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি

এই মডিউলে নারীর ক্ষমতায়ন কিভাবে টেকসই উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ এবং কিভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সামাজিক কার্যক্রমকে সহায়তা করে অবশেষে নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখে এবং তাদেরকে টেকসই উন্নয়নের পথে সমন্বিত যাত্রায় অংশীদার করে সে বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রথম অংশে নারীর ক্ষমতায়নের মূল বিষয় ও তার গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে এবং বাস্তব উদাহরণ সহকারে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অংশে নারীর ক্ষমতায়নের সাথে সম্পর্কিত (বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে, নীতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রক পরিবেশ, ব্যবসায় উদ্যোগ এবং সামাজিক নিয়ম) প্রধান প্রধান সক্রিয়করণকারী উপাদান ও বাঁধাসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অংশে নারীর ক্ষমতায়ন ও এর সাথে সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জসমূহের প্রচার ও অন্যান্য কার্যক্রমে আইসিটির ভূমিকা অনুসন্ধান করে।

অনুমিত শ্রোতা

এই মডিউলের লক্ষ্য বর্তমান এবং উচ্চাকাঙ্খী নারী উদ্যোক্তা এবং সামাজিক উন্নয়ন কর্মীগণ। আরও অন্তর্গত রয়েছে বিভিন্ন উন্নয়নকর্মী যেমন- মন্ত্রী, সাংসদ, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, সরকারী কর্মকর্তাগণ, কৌশলগত পরিকল্পনাকারী, গবেষক ইত্যাদী। এছাড়াও বেসরকারী খাতে বিনিয়োগকারী আইসিটি সেবা প্রদানকারী এবং অন্যান্য অংশীদারগণ অনুমিত শ্রোতার অন্তর্গত হতে পারে। মডিউলটি বেসামরিক সম্প্রদায় যেমন- শিক্ষা, গবেষণা, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, সেই সাথে নারীর ক্ষমতায়ন, ব্যবসায় উদ্যোগ, আঞ্চলিক পর্যায়ে আইসিটির সরবরাহের কাজে জড়িত উন্নয়ন কর্মীদরে সাথেও সম্পর্কিত। মডিউলে উল্লেখকৃত সম্পদসহ কিছু গবেষণা, পরামর্শ ও পরিবর্তন করে একে বিভিন্ন ধরনের শ্রোতার উপযোগী করা যেতে পারে।

সেশন গঠন পদ্ধতি ঃ

শ্রোতা, সময় প্রাপ্যতা এবং স্থানীয় পরিবেশ বিন্যাস ও অবস্থার উপর নির্ভর করে মডিউলটির উপাদানসমূহ বিভিন্ন গঠনে ও সময় বিন্যাসে উপস্থাপন করা হয়েছে। কোন সেশনে কি কি বিষয়ে এবং কতটুকুসময় নিয়ে আলোচনা করা হবে তা নিচে বর্ণিত হয়েছে। উপাদানের নতুনত্বের কারণে বিভিন্ন কেস স্ট্যাডি ও ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য উপস্থিত সদস্যদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।

৯০ মিনিটের সেশনের জন্য ঃ

মডিউল সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা দিন। আপনার কর্মশালার উপাদান তৈরি এবং অংশগ্রহণকারীদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে গুরুত্ব দেয়ার জন্য প্রতি সেকশনের সূচনামূলক অংশকে নির্দেশ করুন। আপনি কিছু নির্দিষ্ট অংশ গুরুত্বারোপ করার জন্য নির্বাচন করতে পারেন। যেমন- নারীর ক্ষমতায়নের সাথে সম্পর্কিত সক্রিয়করণকারী ও বাঁধাসমূহ এবং নারীর ক্ষমতায়নে প্রচার ও সক্রিয়করণে আইসিটির ভূমিকা।
যদি অংশগ্রহণকারীগণ উদ্যোক্তা হয়, তাহলে প্রশিক্ষকদের নিম্নোক্ত বিষয়ে বেশি সময় দিতে হবে-

- নারীর ক্ষমতায়নের সাথে সম্পর্কিত কেস স্ট্যাডিসমূহ
- আইসিটি বিষয়ক উদ্ভাবন সমূহ (ক্ষমতায়নের জন্য সরঞ্জাম ও অ্যাপ্লিকেশনসমূহ)

যদি অংশগ্রহণকারীগণ নীতি নির্ধারক হয়, তাহলে প্রশিক্ষকদের নিম্নোক্ত বিষয়ে বেশি সময় দিতে হবে-

- সফল নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে কেস স্ট্যাডি
- নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নীতি নির্ধারক ও নিয়ন্ত্রক পরিবশে
    - সফলতার গল্প এবং বাধাসমূহ
    - আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় নীতি/নিয়ন্ত্রক অনুশীলন।
    - আইসিটির ভূমিকা

তিন ঘন্টা ব্যাপী সেশনের জন্যঃ

এই সেশনটি কিছু বিভাগে অধিকতর গুরুত্ব প্রদানের জন্য ৯০ মিনিটের সময়সীমার একটি সম্প্রসারণ। অংশগ্রহণকারীদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে আপনি সম্পূর্ণ মডিউলটি সংক্ষেপে আলোচনা করতে পারেন। এবং তারপর বিশেষ সেকশন ও সাব সেকশনগুলো আলোচনা করতে পারেন।
একটি তিন ঘন্টার সেশনকে ২টি ৯০ মিনিটের সেশনে ভাগ করা যেতে পারে ঃ-

- প্রথমে সেশনে মডিউলের প্রথম এবং দ্বিতীয় সেকশন অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। এতে আরও থাকবে সংশ্লিষ্ট কেস স্ট্যাডি আলোচনা, দলীয় অনুশীলন, একটি নির্দিষ্ট দেশ / সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত এসডিজি বিষয়ক আলোচনা।
- দ্বিতীয় সেশনে তৃতীয় সেকশনকে অন্তর্গত করা যেতে পারে যার মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট কেস স্ট্যাডি আলোচনা, দলীয় অনুশীলন এবং নির্দিষ্ট অঞ্চল ভিত্তিক আইসিটির চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ সুবিধাসমূহ।

দলীয় অনুশীলনের জন্য উদাহরণস্বরুপ ‘করণীয়’ বক্সগুলো দেখুন।

দিনব্যাপী সেশনের জন্য (৬ ঘন্টা সময়কাল)-

- সকালের সেশনের জন্য প্রতিটি সেকশনের উপর সংক্ষিপ্ত ধারণা দিয়ে অংশগ্রহণকারীদের ধরণ অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ সেকশন নিয়ে আলোচনা করুন। তিন ঘন্টার সেশনের মত একই ভাবে উদ্যোক্তাদের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন এবং আইসিটি অ্যাপ্লিকেশন বিষয়ে আলোচনা করুন। নীতি নির্ধারকদের জন্য গুরুত্ব দিন নীতিমালা এবং নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার উপর।
- বিকালের সেশনের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট কেস স্ট্যাডিসমূহ, প্রশ্নোত্তর এবং অংশগ্রহণমূলক অনুশীলনে গুরুত্ব দিতে হবে। উদ্যোক্তা অংশগ্রহণকারীদেরকে নিজ সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে নারীর ক্ষমতায়ন অর্জনের চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ সুবিধাসমূহ সনাক্ত করতে বলুন। নীতি নির্ধারকদেরকে বর্তমান নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক বিদ্যমান নীতিমালা গুলোর ক্ষমতা-দুর্বলতা, সুযোগ-ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ করতে বলুন। উভয় দলেরই নিজ নিজ অনুশীলনের উপর আলোচনা করতে বলুন।
- দলীয় আলোচনাকে উৎসাহিত করুন এবং পাওয়ার পয়েন্ট দ্বারা উপস্থাপনের মাঝে মাঝে বিভিন্ন ব্যবহাররিক অনুশীলন এর ব্যবস্থা করুন।

মডিউল C 1 এ অংশগ্রহণ

মডিউলটি নিজস্ব শিক্ষা এবং সেই সাথে শ্রেণীকক্ষে প্রশিক্ষণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এজন্য প্রতিটি সেকশন 'শিক্ষার ফলাফল' নামক বিবৃতি দিয়ে শুরু হয়েছে এবং মূল বিষয় গুলোর সার সংক্ষেপ দিয়ে শেষ হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই শিক্ষার ফলাফল এবং মূল বিষয়গুলোকে নিজেদের অগ্রগতি পরিমাপের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। প্রতিটি সেকশনে আরও আছে আলোচনা ও প্রশ্ন এবং ব্যবহারিক অনুশীলন যা শিক্ষার্থীরা সম্পন্ন করবে অথবা প্রশিক্ষকরা ব্যবহার করবে। এই প্রশ্নগুলো এবং অনুশীলন গুলো শিক্ষার্থীদের নিজ অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করার জন্য এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো তাদের মতামত প্রতিফলিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

লেখক সম্পর্কে

ফাহিম হোসেনের উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটিডি), গ্লোবাল উচ্চশিক্ষা এবং প্রযুক্তি নীতি বিষয়ক পরামর্শমূলক গবেষণা বিষয়ে ১০ বছরেরও অধিক সময়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে। বর্তমানে, তিনি কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (সুনি) টেকনোলজি এবং সোসাইটি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। এর আগে তিনি কার্নেগী মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাতার ক্যাম্পাসে এবং এশীয় ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন ইন বাংলাদেশ এ শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। তিনি কার্নেগী মেলন ইউনিভার্সিটি, ইউএসএ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং পাবলিক পলিসি তে পিএইচডি করেছেন। তার বর্তমান গবেষণাতে আইসিটিডি, নারীর ক্ষমতায়ন, সরকারি নীতি, সামাজিক মিডিয়া এবং ইন্টারনেট স্বাধীনতা বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। তিনি প্রযুক্তি, পাবলিক পলিসি এবং ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে বহুসংখ্যক জাতিসংঘ সংস্থার (যেমন- জাতিসংঘ-এপিসিআইসিটি এবং ইউএনডিপি) আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (যেমন, ফোর্ড ফাউন্ডেশন এবং আইডিআরসি) এবং আন্তর্জাতিক চিন্তাধারা (যেমন, ফ্রিডম) সহ অনেক গবেষণা প্রকল্পে প্রযুক্তি নীতি বিশেষজ্ঞ হিসেবে জড়িত।

UN-APCICT

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘের এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের সহায়ক হিসেবে উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক জাতিসংঘ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাজ করে। UN-APCICT এর লক্ষ্য হচ্ছে ESCAP এর সদস্য দেশগুলোর জনবলও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উদ্যোগকে শক্তিশালী করা। UN-APCICT এর কর্মকান্ড তিনটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে আছে-

১. প্রশিক্ষণ- নীতিনির্ধারক ও ICT পেশাধারীদের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন।
২. গবেষণা- আইসিটিতে জনসম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্লেষনধর্মী শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
৩. পরামর্শমূলক- ESCAP এর সদস্য ও সহযোগীদেরকে জনসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচীতে পরামর্শ সেবা প্রদান করা।

UN-APCICT কোরিয়ার ইনচিয়নে অবস্থিত।

http://www.unapcict.org

ESCAP

ESCAP জাতিসংঘের আঞ্চলিক উন্নয়নে জড়িত এভং প্রধান অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে জাতিসংঘের এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে কাজ করছে। এর কাজ হচ্ছে ৫৩ সদস্য ও ৯ সহযোগীর মধ্যে সহযোগীতার উন্নয়ন। ESCAP বিশ্বব্যাপী ও দেশভিত্তিক কর্মসূচী ও বিষয়গুলোতে কৌশলভিত্তিক সহযোগীতা প্রদান করে। বিশ্বায়নের এই যুগে আর্থসামাজিক বাঁধাসমূহ মোকাবেলা করার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের সরকারকে সহযোগীতা ও আঞ্চলিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে থাকে। ESCAP এর অফিস হচ্ছে ব্যাংকক, থাইল্যান্ডে।

http://www.unescap.org